

চরনদাব—নৌকার আরোহী, নৌকারোহিণীর

কৃষ্ণ—উচ্চ কন্ঠন।

সাবী।

ব্যাপারী—ব্যবসার।

বেতী—ভালা ঐচ্ছিক বুনাইবার ককি।

নাথ্য—শক্তি।

ভর্তব্য—গুণগার।

ছত্তি (ওজন) - কাচি।

ছাপ—বগু।

মুড়িপ্রভৃতি ভালা

ওম্, পোম্—গবয়।

ভাজিবার সরঞ্জাম—

পাহার—আছাড়।

ঝাঁঝের—

চাইন্—আ—নিরর্থক।

ভাপনা—

মুখটা—আবরণ [যথা—কোটকার মুখটা]।

বার্গেল—

সিবডি—ছিপি।

চালেন—চালুনি।

ভালাগা—জল টানের সময়।

পোছা—ঝাড়া।

আবালি—কাঁকর।

খোলা—ভাজিবার পাত্র।

কোট—মণ্ডল [court ইং]। [নোনার কোট

পুঙ্করিণী

—নইড়্ আ চইড়্ আ ভইড়্ আ ওঠ্]।

ধাপ—পানা।

গোণ (জল)—অজুতুল (জল)।

পুঁথের, পুঁথের—পুঁথ।

কোল—ধার [যথা—খালের উত্তর কোল]।

ব্যায়—ভোবা।

পোছোর—গরু বাধিবার দড়ি।

জান, জাঞ্চাল—পুঙ্করিণী ও খালের

বারোই—ছুড়ার।

সংযোগস্থান।

সরকালি—তুবুপুন্।

কুয়াভী—ঘাহারা মাটি কাটে।

হাইতার—নাগিতের যন্ত্রাদি।

বিয়াভী—ঘাহারা মাটি তোলে।

নছার—গালাগালিতে ব্যবহৃত।

ওরা—মাটি উঠাইবার ভালা।

(পালার) ক্যার—পাশাণ।

চাশবাস

মাগনা—বিনামূল্যে।

(ধান) দাওয়া—কাটা।

গোয়া পরমা—নিকি পরমা।

কাচি—কাতে।

রেহাইন, মার্ভিচ—Mortgage।

হাল [←সংস্কৃত হল]—লাকল।

আছারি—হাতল।

বল—শস্ত্রোৎপত্তি।

ফর, পর [←গ্রহর←পর]—গ্রহর [এক ফর

ধনের সময়—harvest time।

বেলা, পরথানেক রাতির]।

নৌকাবিশেষক

খেঁটের—জলকানা।

ভরা—নৌকার খোল।

অরা—অনিষ্ট।

গোটেল—নৌকার অঙ্গ ও গুচ্ছাংভাগ।

আনাদির—অল্প দিন।

চরাট—গোটেলর ধারের পাটাতন।

খেচী—জলসেচনের পাখ।

পায় দেওয়া—নৌকা নোঙ্গর করা।

কচি—নৌকা বাঁধিবার সময় যে বংশখণ্ড
মাটিতে পুতিয়া উহার সহিত নৌকা
বাঁধা হয়।

চালি—নৌকার উপর বসিবার বংশনির্মিত
আসন।

বাচাবি—জিপুনোকা জাতীয়।

ঢেকী

ঢেকীর বিভিন্ন অংশ—

কাতলা—

আর্মোলা—

মোনা—

গুলা—

লোট—

উঠেল [< উঠল—সংস্কৃত]।

পায় দেওয়া—পা দিয়া ঢেকী চালান।

আলান— } —ভানিবার সময় ধান প্রভৃতি
গছান— } নাড়িয়া গুছাইয়া দেওয়া।

মাহ ধরিবার সরঞ্জাম—

মাহ ধরিবার সরঞ্জাম—

চাওয়া— } —বংশনির্মিত।
ছুঁইয়— }

কোচ—লৌহনির্মিত অগ্রভাগবিশিষ্ট।

কলু—ঐ, লৌহ অগ্রভাগ।

আওয়া—

বাকিআল—

পাতিআল—

ধর্মআল—

টাকী—কাতলা।

খাটের—খাটেল।

জিরানী—জেল।

বিশেষকণ

আটাশ—আশ্চর্য্যায়িত।

নোয়া—নুতন।

ড্যাব্বা—উল্টা।

।
ম্যালা—অনেক।

ম্যালা—খোলা, খাতা করা।

মাজো—টাইকা।

চিকুন—সক।

ডাঠো—শক্ত।

ড্যাব্বা—উল্টা।

খাউব্বা—গভীর।

লুগ—জীর্ণ।

বহট—প্রকাশ।

বাতি—পাকা।

বাকলা—

শোটেল—ছোট (যথা—শোটেল ইন্দুর, শোটেল
বাগুন)।

দোকোর—দ্বিগুণ।

চোখা—পরিষ্কৃত।

গডোয়া—বেহিসাবী, অসাবধান।

পেডুটী—রোগা, ছাড়া।

আনাঠা—অল্পত।

ত্যায়া—বীকা।

অব্‌ত্র (দণ্ড)—নিবর্তক।

কাজুটী—কপণ।

বারাসুইয়া [< বারহাসিয়া ?]—আকালিক।

ধুকল—মোটা।

বাগুনব্যাচা, তেঁতৈলব্যাচা যুগ—জুকাবহার

বিকৃত যুগ।

চন্দ্রশোর—নিটুর।

আদেইখ্‌লা—অভিলোভী ।	কচ্‌লান—রগ্‌ড়ান ।
ট্যাটন—বৃন্ত, শঠ (স্রঃ—চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন) ।	বিচ্যান—খোঁজা [যথা—বিচারিখ্য—
ঠাটা—যে বাঞ্ছা তর্ক করে ।	চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন] ।
খোয়া—অভিমানী ।	খির দেওয়া [← খির]—কাড়ান ।
ঠেউড্‌জা—দুর্ভ ।	হাপুর দেওয়া—হামাগুড়ি দেওয়া ।
ঘাউখ্‌খা—একপুংসে ।	খাইজান—চুস্‌কান ।
দীঘ্‌লা—নখা ।	বোরা—ভুঁষিয়া যাওয়া ।
ছটা—নোংরা ।	উগ্‌লান—উপ্‌ড়ান ।
উন্‌লা—খোলা ।	ঘোনান—সমীপবর্তী দেওয়া ।
ছনা—দ্বিগুণ ।	বরান্ত দেওয়া—ভার দেওয়া, ওয়ান্য করা ।
ডাঙর [ডাগর—পশ্চিমবঙ্গ]—বড় ।	ছানা—ঘাঁটা ।
মোনাছিব—মনঃপূত ।	চিখ্‌রান—টেঁচান ।
মান্তামুখা—যে মিন্‌ মিন্‌ করে ।	খাদান—তাড়ান ।
তরহ্‌ [← তটস্থ ?] সঘর, ব্যস্ত ।	ভাঙান—ভিঙ্‌চী কাটা ।
উনা—অন্ন ।	তালাস করা—খোঁজা ।
জালি কচি ।	কাখ্‌রান—কাতরভাবে গমন ।
ভোন্‌লা—বোকা ।	ঘোড়্‌রান—গৌর্গোঁ করা ।
অনাশুত—অনাছিষ্ট ।	টাকা লাগান—সুদে খাটান ।
আকাঠা (বকা)—খুব বেশী ।	ল্যাচ্‌কা দেওয়া—পা তাম্বিয়া পড়া ।
কাউল্‌খা—ঠাণ্ডা ।	সাব্‌ভাইয়া ধরা—সাপটিয়া ধরা (পুরান
বাইঠা—বাসি ।	বাঁধালা) ।
কসা—খাঁটা ।	হ্যালান দেওয়া—ঠেস দেওয়া ।
আউল্‌খা—নুতন ।	হোক্‌রান—খোঁড়া (২৪ পরগণা) । শিকড়িগের
বলহ—বোকা ।	আস্থ্যাদির প্রশংসা করা ।
রাউখা—অনিমিত্ত, লোভী ।	পদান—প্রশংসা করা ।
বেবাক সকল ।	বাইল্‌ দেওয়া—বারবার যাওয়া আসা ।
হুতা—টুক ।	ফিক্‌কা মারা—ছুড়িয়া মারা ।
উর্‌কান—রোগজনক বিকারগ্রস্ত ।	টালান—বিরক্ত করা ।
ভিখ্‌খা	বারান—নুতন মিনিস প্রথম ব্যবহার করা ।
ক্যানাইয়া দেওয়া—অতীত দেওয়া ।	ল্যাখ্‌রান—খেব্‌ড়ে যাওয়া ।
চুকান—চুড়ি করা ।	গুলান—টাটান ।
হরান—অমিয়া যাওয়া ।	কোপা—পৌঁজা ।

কোপান [যথা—মাটি কোপান]—কাটা।

ত্যানান—নেতিয়ে যাওয়া।

মুলা খাওয়া—মুগ খুন্ডে পড়া।

উকৃত হওয়া—উপু হওয়া।

চুবি দেওয়া—উঁকি মারা।

প্যানা পেটা—বাজে বকা।

বলা—বুজি পাওয়া। [মাইআড়ী বলতী
রোখের]।

পর দেওয়া—পাহারা দেওয়া।

আল্গান—উঁচু করা।

উগ্গলান—উপড়ান।

কৌব্ লান—প্রতিশ্রুতি দেওয়া, চুক্তি করা।

বাঁপার করা—বাবসা করা, লাভ করা।

তোলা উঠান—বাজার হইতে জমিদারের
প্রাপ্য আদায় করা।

সদয় করা—কেনা।

আলান—পচিয়া ওঠা।

টোকান—বুড়ান।

গাবান—বর্ষার শেষে জল পচিয়া যাওয়ার
মাত্র ভাঙ্গিয়া ওঠা।

খাইট্ আ—কাউথু।

লড়ান—দৌড়ান।

চ্যাতান—খাপান।

বিচ্ লান, উগ্গলান—উপড়ান।

আতান—আবৃত্তি করা।

উব্ লান—খোলা।

(মুখ) ভ্যাট্ কান—(মুখ) বিকৃত করা।

পাকাইয়া পরা—খুঁসিয়া পড়া।

পাতন দেওয়া গোপনে কাহারও কথা
শোনা।

ভ্যারান—বার বার অহরোধ করা।

ছ্যাওয়ান [ছেদন করা]—খণ্ড করা।

পাছড়ান—বলির পাঠা হাড়িকাঠে চাপিয়া
ধরা।

ভেয়া পাচা করা—তর্ক করা, দ্বিধা করা।

ত্রিচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৬এ অগ্রহাণ ১৩৩৩, ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত যুগাকনাথ রায় মহাশয়-লিখিত “কবীন্দ্র রম্যপতি” নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দুইটি অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন—প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অম্বুচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়, এডিরানহ, দক্ষিণেশ্বর, ২৪ পরগণা; ২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস শুক্ল, ৭৯/১ লোহার সাকুলার রোড, কালিয়া-ভাতার (গৈলা, বরিশাল); প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—৩। শ্রীযুক্ত রায় সুরেন্দ্রনাথ গুহ বাহাদুর এম এ, বি এল, ১৮ রামমোহন দত্ত লেন, তবানীপুর।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। উপহারদাতা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুস্তক—১। কবিকঙ্কন চণ্ডী (২য় খণ্ড); যেমাপী মূল্যী ত্রৈলোক্য কোং—২। ঐমদ্বন্দ্বকহজাহুভাষ্য ১ম পাদ, ৩। ঐ, ২য় পাদ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—“শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর যে সাহিত্য-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সভা সম্প্রতি উঠিয়া যাওয়ার ঐ সভার অন্ততম কর্তৃপক্ষ এবং স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের স্মরণার্থে পুজ শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পরিষদের পুস্তকালয়ের সহিত বিলিত হইবার জন্য সাহিত্য-সভার পুস্তকাগারের সমস্ত পুস্তক এবং এগারটা আলমারী ও একটি টেবিল পরিষদে দান করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রায় সমস্ত পুস্তক ও আলমারী আলিয়াছে, আর যদি কিছু বাকী থাকে, তাহা ক্রমশঃই আসিবে। সাহিত্য-সভাটি কহিবনের, উহা উঠিয়া যাওয়া দেশের পক্ষে অগৌরবের কথা। উহা থাকিলে অনেক সহিত্যসেবীর একটি মিলন-স্থান হইত। স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর বাবালা সাহিত্যের ও এই সভার বিশেষ অঙ্গরাক্ষী ব্যক্তি ছিলেন। বাহা হউক, কুমার শ্রীযুক্ত প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এবং সাহিত্য-সভার কর্তৃপক্ষগণকে পদ্ধতিবিশেষ আর্থিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ঐ সভার অন্ততম কর্তৃপক্ষ ও পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত কুশীলাল বহু

হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে এবং এই অল্প বকীর-সাহিত্য-পরিবেশ এই সাধারণ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার অল্প গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকা-ভিক্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।”

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বব্রত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত চুণীবাৰু বাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। স্বগার অবিনাশ বাবুর সহিত ৬৭মেসেজ বাবুর বাকীতে তাঁহার পরিচয় হয়। তৎপরে বিশ্ববিজ্ঞানগরের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়। তাহাতে তিনি বলিতে পারেন যে, অবিনাশ বাবুর মত সত্যনিষ্ঠ ও কর্তব্যপারায়ণ ব্যক্তি বেশে বিঘল বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। শেষে তাঁহার সহিত অন্নবস্তুর বন্ধুত্ব হইয়াছিল। অতঃপর এই শোক-প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

৩। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমলাচরণ গিষ্ঠাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত মৃগদনাথ রায় মহাশয়-লিখিত “কবীন্দ্র রমাপতি” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বব্রত মহাশয় বলিলেন যে, তিনি বাল্যে তাঁহাদের দেখে রমাপতির অনেক গান শুনিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক ও পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাস্তক হইল।

শ্রীমণেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

৩৮এ মাঘ ১৩৩৩, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—‘ছাঁচনার চণ্ডীদাস’ বিষয়ে বক্তৃতা।

বক্তা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি বাহাদুর এম্ এ।

সভাপতি মহাশয় অঙ্ককার বক্তা রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি এম্ এ বাহাদুরের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে জানাইলেন যে, তিনি বহুকাল বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষতঃ গণিত জ্যোতিষে তাঁহার খ্যাতি সুপ্রসিদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের আলোচনার তাঁহার কৃতিত্ব সুপরিচিত। অত্র-তত্ত্ব লব্ধে আলোচনার চেষ্টা এই বোধ হয় প্রথম। আমরা জানিভাম—চণ্ডীদাস নাম্বরের, তিনি বলেন ছাঁচদাস। তিনি এ বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা স্বাধিকার বিষয়।

ৱার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ৱার বিজ্ঞানিষি এম্ এ বাহাদুর তাঁহার “ছাত্তনার চত্বীদাল” নামক গ্রন্থক পাঠি করিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, তিনি সম্প্রতি বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কুল্লরা, অট্টহাস, বহলাঙ্গী প্রভৃতি কয়েকটি পীঠভূমি দর্শন করিয়াছেন এবং বিগত সোমবার সমস্ত দিন মহাকবি চত্বীদালের অমূল্য নান্নরে অভিযাহিত করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, প্রত্যাশিত প্রবন্ধলেখক মহাশয় যে সমস্ত স্থান ও বিবর ছাত্তনার আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই নান্নরে বর্তমান। চত্বীদালের ভিটার ভয়াবশেষ, তাঁহার আরাধ্যা দেবী বাহুলীর মন্দির (যে দেবীর নাম লইয়া বর্তমান সময়ে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে), রানী রমকিনীর বস্ত্র বিদ্যোত করিবার পাটা (হাতা একপে প্রস্তনে পরিণত হইয়াছে), রানীর বাসভবন প্রভৃতি কবি চত্বীদালের স্মৃতি-বল্লরী-বিজড়িত বাণভৌর স্মৃতি-চিত্রের অবশেষ বকে ধারণ করিয়া কবির অমূল্য নান্নর এখনও পথিকের চক্রে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। নান্নরের নিকটবর্তী কীর্ত্তাহার গ্রামে চত্বীদালের ষিটপীংবল্লরী-সমাক্ষর সমাধিস্থল এখনও বিরাজিত। যে কিংবদন্তী, জনপ্রবাদ, লোকমত, বিশ্বাস এবং স্মৃতিচিহ্ন বহুকাল হইতে কবির কবিতা-বিজড়িত হইয়া স্তম্ভ মূল লভ প্রভিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা একপে প্রত্নতাত্ত্বিকের আত্মমানিক গবেষণার শিথিলমূল হইবে, ইহা কল্পনারও অতীত। বিশেষতঃ, কবির কবিতার মধ্যে নান্নর ছাড়া ছাত্তনার নামগন্ধও নাই। লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধটি যে গভীর গবেষণাপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ আনাইলেন যে, তিনি যেন নান্নরে ও কীর্ত্তাহারে গিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই সকল বিবর অমূল্যকান করিয়া, তাঁহার দুই স্থানের অবগতির সামঞ্জস্য করিয়া একটি সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই ক্ষুদ্র শ্রীযুক্ত ৱার মহাশয়ের একবার নান্নরে নিশ্চয়ই বাঙলা দয়কার।

ডাক্তার আকুল গহুর সিদ্ধিকী অমূল্যকান-বিশারদ মহাশয় বলিলেন যে, কোন্ স্থানে কবির জন্ম; নান্নরে—না ছাত্তনার, তাহা বিশেষ অমূল্যকান করিয়া দেখা উচিত। বাহাতে প্রকৃত সত্য এই উপায়ে আবিষ্কৃত হয়, তাহা শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু করিলে দেশের বিশেষ উপকার হয়।

ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী এম্ এ, এল্-এল্ ডি, সি আই ই মহাশয় বলিলেন, ১৩২১ বঙ্গাব্দে পরিষদ হইতে ৬নীরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ‘চত্বীদালের পরাবলী’ বাহির করিয়াছেন, ১৩২১ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত ব্রজমল্লর সার্যাল মহাশয় ‘চত্বীদাল-চরিত’ বাহির করিয়াছেন, আবার ১৩২৫ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত করালীকান্ত সিংহ মহাশয় চত্বীদালের এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এই এক অজ্ঞানিনের মধ্যে চত্বীদাল লব্ধে তির তির বিবরণ বাহির হইতেছে, ইহা ঠিক নহে। এই বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকল্পনা লইয়া একটা অমূল্যকান করা উচিত। বীরভূম বা বাঁকুড়া—নান্নর বা ছাত্তনা—এই প্রশ্ন লইয়া অমূল্যকান করিতে হইবে। চত্বীদাল লব্ধে আত্মপূর্বিক সমস্ত ঘটনার আলোচনা করিতে হইবে।

অনুসন্ধানে যে সব নূতন নূতন উপকরণ পাওয়া যাইবে, তাহা লইয়া বহুল বিচারের আবশ্যক।
 ত্রিযুক্ত যোগেশ বাবু সম্প্রতি বাকুডাবানী হইলেও তিনি আমাদের যত্নশ্রমবিমী আশ্রমবাগ
 মহকুমার লোক; অতএব তাঁহার বাকুডাবানী পক্ষপাতিত্ব-দোষ দেওয়া চলিবে না। তিনি
 প্রকৃত সত্যেরই আধিকারে এত দূর এ পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। পরিষদ হইতে
 তাঁহাকে অমরোষ করা হউক যে, তিনি এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা করুন এবং চণ্ডীদাসের
 পদাবলীর নূতন সংস্করণ সম্পাদন করুন। তিনিই এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি সকলেরই
 বিশেষ যত্নবাদের পাত্র।

ত্রিযুক্ত অমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি ছাতনার নিয়ান্ত্রিভেদ,
 সেখানে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বসিয়া তখন কিছু জানেন নাই; বাহুলীর কথাও শুনে
 নাই। নাহুরের ও ছাতনার মূর্তি দুইটিতে ঐক্য নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, ত্রিযুক্ত যোগেশ বাবু পেন্সন লইয়া যে এত পরিশ্রম স্বীকার
 করিতে পারিয়াছেন, ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রবন্ধ লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ
 করিতে তাঁহাকে এই বয়সে যে কত স্থানে যাতায়াত করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক
 হইতে হয়। ইহা দেখিবার ও দেখাইবার বিষয়। ত্রিযুক্ত সর্বাদিকারী মহাশয়ের প্রেরণ,
 ত্রিযুক্ত যোগেশ বাবুকেই ‘চণ্ডীদাস’ সম্পাদনের ভার দেওয়া হইবে। আমরা আশা করি,
 তিনি প্রচলিত সকল যত্ন সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাসের একটি বিস্তৃত সংস্করণ করিয়া দিব।
 এই বইয়ের চাহিদা বড়ই বেশী। যতই দিন যাইতেছে, ততই এই চণ্ডীদাসের বই সম্পাদনের
 ব্যাপার কঠিন হইয়া পড়িতেছে। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও
 ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ত্রিযুক্ত যোগেশ বাবু বলিলেন যে, ত্রিযুক্ত সত্যীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় পদাবলী-সাহিত্য
 ভাল বোঝেন, তাঁহার উপর চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদনের ভার দেওয়া উচিত। তিনিও
 যতদূর সম্ভব, সে বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

সভাপতি মহাশয় ত্রিযুক্ত যোগেশ বাবুকে নাহুরে ভ্রমণ করিয়া চণ্ডীদাস সংক্রান্ত
 ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে অমরোষ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

ত্রিগঙ্গেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
 সহকারী সম্পাদক।

ত্রিচূপীলাল বসু
 সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২২এ কাক্তন ১৩৩৩, ৩ই মার্চ ১৯২৭, রবিবার, লক্ষ্য ৭টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—মুগ্ধাবিশিষ্ট মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর-প্রদত্ত বিবরণ সেনের তাম্র-শাসন এবং (খ) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়-প্রদত্ত পাথরের গোল ও প্রত্নমূর্তি, ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) প্রাথমিক মুখোপাধ্যায়, (খ) ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বসুোপাধ্যায়, (গ) কালীকুমার বসু এবং (ঘ) হরিশদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৭। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু এম এ, মহাশয়-লিখিত “দীন চণ্ডীদাস” নামক প্রবন্ধ, ৮। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত সদস্যগণের সম্মুখে বিবরণ সেনের তাম্রশাসনখানি উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, পুস্তকের অধিষ্ঠিত মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুর এই তাম্রশাসনখানি আমাদের উপহার প্রদান করিয়াছেন। তিনি এক দিন সংবাদ পান যে, ঢাকার কোনও এক কর্মকারের দোকানে একখানি তাম্রশাসন গালাইয়া বিক্রয় করা হইতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি উক্ত দোকানে গিয়া এই তাম্রশাসনখানি ক্রয় করেন এবং পার্টোকারের লজ শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারি-লাল চৌধুরী ডি এম সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। উহার নিকট হইতে উহা আমার হস্তগত হয়। আমি এখানি পাঠ করিরাছি। ইহার মধ্যে অসংখ্য বিবরণ লিখিত আছে। এখানেই লিখিত আছে যে, কতকগুলি প্রাচীরের নাম বিশেষ প্রয়োজনীয়। এবং সেই প্রাচীরের চৌকিগুলি নিত্যই মূল্যবান। তাম্রশাসনের এই অংশের কোনই ক্ষতি হয় নাই এবং ইহার যে অংশ কাটিয়া বিক্রয় করা হইয়াছে, সকল তাম্রশাসনেই তাহা প্রায় একরূপ। তৎপরে সভাপতি মহাশয় এই তাম্রশাসন নামের লজ পুস্তকাদিগণকে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিলেন।

(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ [] মহাপ্রদেয় [] ৪টি পাথরের বোলা, ১টি বিজুসুর্ভিন্ন ভগ্ন নিরাশে [] একটি বাটির ডব্ব প্রদর্শিত হইল—সভাপতি মহাপ্রদেয় প্রত্যাহাৎ [] প্রদান করিলেন।

✓ (৫) অভ্যন্তর নিম্নলিখিত সভার [] সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ [] হইল,—১। প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ২। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। কালীকুমার [] এবং ৪। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

তৎপরে সভাপতি মহাপ্রদেয় বিজ্ঞাপিত করিলেন, যে, [] শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রক মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাপ্রদেয় দ্বারা আমাদের নিকট একটি সুবর্ণ-পদক পাঠাইয়া দিয়াছেন। “হিন্দুসাহিত্যে রাত্” বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে এই পদক দেওয়া হইবে এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার পরীক্ষক থাকিবেন।

মহাপ্রদেয় [] শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি পিট, সি আই ই
শ্রীযুক্ত যতুনাথ সরকার এম এ, সি আই []

“ নিখিলনাথ [] বি এল

“ অমূল্যচরণ বিভাজুগণ

“ হরেন্দ্রক মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

পদকের নাম—“হরপ্রসাদ সুবর্ণ-পদক”। এই পদক দানের [] শ্রীযুক্ত অবিনাশ বাবুকে প্রস্তাব দেওয়া হইল।

৬। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম [] মহাপ্রদেয় “দীন চট্টোপাধ্যায়” নামক গ্রন্থের প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রক মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাপ্রদেয় বলিলেন যে, আমাদের পূর্বনীয় সভাপতি মহাপ্রদেয় পরিষৎ-পত্রিকায় একটি [] সর্বপ্রথমে ঐতিহাসিক চট্টোপাধ্যায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করেন। তৎপরে [] বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, দীন চট্টোপাধ্যায় নামে আরও [] চট্টোপাধ্যায় থাকিতে পারেন। মহাপ্রদেয় চট্টোপাধ্যায়ের গান শুনিতে, তিনি যে সকল গান শুনিতে, তাহাই পদকপ্রদানকর্তা মহাপ্রদেয়-কর্তৃক সংগৃহীত হওয়া সম্ভব। “বাসলী কহাই”, “বাসলী বয়ে”, “বাসলীগণ” এইরূপ ভাবিতা প্রাচীন চট্টোপাধ্যায়ের নিদর্শন। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বাবু দীন চট্টোপাধ্যায়ের যে পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন, [] তিনি বক্তব্যের পাঠ। কিন্তু [] পুঁথি আবিষ্কৃত না হইলেও মহাপ্রদেয় এইভাবে দীন চট্টোপাধ্যায়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করা [] সম্ভব। ইনি পদকপ্রদান সম্বন্ধে পূর্বের এবং পরোক্তবাদের পরের লোক। ইহার ঘটনা [] উৎকৃষ্ট []।

[] শ্রীযুক্ত [] মনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় [] এ, ডি-পিট মহাপ্রদেয় এবং শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাপ্রদেয় পরস্পর এ বিষয়ে কিছুকণ আলোচনা করিলেন। পরে সভাপতি মহাপ্রদেয় প্রস্তাব [] পর সভাপতি হইল।

আমদেয়নাথ সোম কাব্যালঙ্কার
প্রকাশক।

শ্রীমান বসু
সভাপতি।

क-परिशिष्ट

ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଧ୍ୟାୟ-ଆନୁଷ୍ଠାନ

প্রদর্শক—৩৪৪ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ■ বাহাডুৰ, সৰ্বৰক্ষ—শ্রীযুক্ত অম্বুলাচরণ
বিজ্ঞানভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য ■ এ, ■ পঞ্চাননভট্টাচাৰ্য্য লেন, শ্রীৰামপুর,
হুগলী; এ—শ্রীযুক্ত বভীৰুৰোহন খাগটী বি এ, সম—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত মহাধৰনাথ
বোৰ, ৪৫এ গড়পাৰ রোড; এ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এম্-সি (এডিন),
এক আৰ এম ই, সম—ঐ, সদ—৩। শ্রীযুক্ত কণীকুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, এমিষ্টেণ্ট
মেটেলমেণ্ট অফিসাৰ, কলকাতা, বীরহুদ; এ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমাৰ বাৰ চৌধুরী বি এ, সম—ঐ,
সদ—৪। শ্রীযুক্ত সুবোধলাল মুখোপাধ্যায়, 'পাণ্ডিত্য হাউস', ১১৫ শিবপুর রোড, হাঙড়া;
এ—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমাৰ দাশ বি এল, সম—ঐ, সদ—৫। শ্রীযুক্ত ইউ সেন ভণ্ড, ৫৬ নিউ
পার্ক ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ; এ—শ্রীযুক্ত নলিনীৱৰ্দ্ধন পণ্ডিত, সম—ঐ, সদ—৬। শ্রীযুক্ত অকুমাৰ-
■ দাশ এম এ, ৬৮বি রাজা নীলেন্দ্ৰ ষ্ট্রীট, ৭। শ্রীযুক্ত বজেন্দ্ৰনাথ দত্ত, জগদীশ দত্ত লেন,
গড়পাৰ, ৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ নিখিলৱৰ্দ্ধন সেন এম এ, বি এম্-সি, নীচি রোড, কালীঘাট;
এ—শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বাৰ, সম—ঐ, সদ—৯। শ্রীযুক্ত হিমাংকশেখৰ বোৰ, ■ টাউনশেপ
রোড, ভবানীপুর; এ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম—ঐ, সদ—১০। শ্রীযুক্ত চন্দ্ৰীদাস মুখোপাধ্যায়,
■ সন্ন্যাসবাড়ী লেন, বাগবাড়ী; এ—শ্রীযুক্ত হিরেন্দ্ৰনাথ দত্ত খেদাৱত্থ এম এ, বি এল,
সম—ঐ, সদ—১১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়, ব্যৱিষ্টাৰ, ■ বালীগঞ্জ সাকুলার রোড;
এ—ঐ, সম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ সেন কাব্যালফাৰ, সদ—১২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ বহু,
১০২ তায়ক চট্টাৰ্জি লেন, ১৩। শ্রীযুক্ত মধুৱানাথ মিত্র বি এ, এটৰ্ণী, ৩২ বাণিকভট্টা
ষ্ট্রীট; এ—শ্রীযুক্ত অম্বুলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সম—ঐ, সদ—১৪। শ্রীযুক্ত নিখিৰাভ লেন,
৩৭সি বোলঘাটী মেন রোড; এ—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোচ, সম—ঐ, সদ—১৫। শ্রীযুক্ত
স্বৰ্ণাত্মকুমাৰ ভণ্ড, ৪১ চাৰাখোপাশাড়া ষ্ট্রীট; এ—শ্রীযুক্ত অম্বুলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সম—
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম—১৬। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্ৰ মিত্র, গোপাল চাট্টাৰ্জি ষ্ট্রীট, কালীপুর;
এ—শ্রীযুক্ত জিবেহ্ৰনাথ বহু বি এ, এটৰ্ণী, সম—শ্রীযুক্ত হিরণকুমাৰ বাৰ চৌধুরী বি এ,
সদ—১৭। শ্রীযুক্ত বিজয়বালী ভট্টাচার্য্য পুতিচীৰ ■ এ; এ—শ্রীযুক্ত নলিনীৱৰ্দ্ধন পণ্ডিত,
লব—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ সেন কাব্যালফাৰ, সম—১৮। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্ৰনাথ পদোপাধ্যায়
বি এল, উকীল, মহাকুমাৰপুর ।

୪-ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ

উপহাসন্যাসন্য পুস্তক

উপহারদাতা—রাহি সাহেব ঐহুত সোচাবিত্তাকবাব, উপকৃত-পুতব—

(১) **ডাক্তার ইতিহাস, দ্বাদশ কণ্ড, ৩য় ভাগ (নিয়মিত দ্বাদশ-বিভাগ);** **শ্রীমতী হীরেন্দ্রনাথ**

নত,—(২) ভগ্নেশ্বর আবির্ভাব, (৩) গীতার উপনিষৎ, (৪) উপনিষৎ (অষ্টম), (৫) কর্ণবাদ ■ কাম্যকর; গ্রীষ্মক হৃদয়নাথ মিত্র স্মৃতি—(৬) উলা বা বীরনগর, (৭) ঐ; গ্রীষ্মক গণপতি সরকার বিহার—(৮) কুরুপাণ্ডবের গুরুদক্ষিণা; গ্রীষ্মক ললিতমোহন বে—(৯) ঐশ্বিকমুখ্যমতকথা (৬ষ্ঠ সংখ্যা); গ্রীষ্মক অরেন্দ্র রায়—(১০) ঐশ্বর্যবিধি (মূল লিটিন সমেত); গ্রীষ্মক আশুতোষ মিত্র—(১১) নামকরণ বা বাঙালি নামের তালিকা; গ্রীষ্মক হারিকানাথ মুখোপাধ্যায়—(১২) ব্যাপ্তিমালা, (১৩) ঐ; গ্রীষ্মক জিতেন্দ্রনাথ বসু—(১৪) শাবক কল্যাণকৃত, (১৫) শর্গীর অধিকাংশ পেনের জীবনকৃত, (১৬) নরনারায়ণ, (১৭) সাধন-প্রসঙ্গ, (১৮) দাদাকাই নোবজী, (১৯) মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা, (২০) জীবনলেখ্য; গ্রীষ্মক ■ রায় বিদ্যমত—(২১) মহাত্মার তরঙ্গ বা জীবনের পঞ্চমসিঁচ, (২২) জিগোপাল বসু মন্ডলের কেলোশিপের লেকচার, (হিন্দুধর্ম) ১ম বর্ষ; গ্রীষ্মক চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়—(২৩) চিত্তামণি; গ্রীষ্মক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—(২৪) ঠাকুর-মার খুলি, (২৫) ঠানুবিদ্যার খলে, (২৬) ঠাকুরদাসের খুলি, (২৭) দাবাশা'য়ের খ'লে; গ্রীষ্মক দামোদরগোপ খান্না—(২৮) ঐশ্বর্যবিধি-বিবাহবাণী, গ্রীষ্মক ননীলাল ভট্টাচার্য—(২৯) ব্রোণাচার্য; গ্রীষ্মক ভাগবতচন্দ্র দাশ—(৩০) বিবাহ-বিবাহ, (৩১) বর্ডনাম মনোজের ইতিবৃত্ত; গ্রীষ্মক জানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী—(৩২) তুলসীদাসী রামায়ণ, (৩৩) জিমহাভারতের বৃহৎ খণ্ড, (৩৪) কৃষ্ণাবতার-বৃহৎ, (৩৫) হিন্দু-কর্তব্য, (৩৬) কুর্মেব-চরিত্র; গ্রীষ্মক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য গীতরত্ন—(৩৭) কৌর্ভন-গীতি-সংগ্রহ, (৩৮) পঞ্চগীতা, (৩৯) ঐশ্বর্যবিধি; রায় সাহেব গ্রীষ্মক নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞান-বিবাহ—(৪০) The Social History of Kamarupa, Vol. II; The Superintendent, Govt. Printing, C. P., Nagpur—(৪১) The Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in the Central Provinces and Berar; The Surveyor General of India—(৪২) General Report of the Survey of India, 1925-26; The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—(৪৩) Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1925-26, (৪৪) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No 29 (Specimen of Calligraphy in the Delhi Museum of Archaeology); গ্রীষ্মক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমত—(৪৫) Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, Vol. I (Calcutta University); গ্রীষ্মক ■ সি বাসানন্দী—(৪৬) Our Present Vice-Chancellor and the King's English; গ্রীষ্মক জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্নি—(৪৭) Little Visits with Great Americans, Vol. I, (৪৮) Do. Vol. II, (৪৯) Friendship, (৫০) The Secret of Salvation, (৫১) The Mighty Atom, (৫২) Blackwood's Magazine, 1923, (৫৩) Do, 1925, (৫৪) Silas the Conjuror—His Travels

and Perils, (৫৫) Queen Victoria, (৫৬) The Straight Religion, (৫৭) How God Answers Prayer, (৫৮) Goldsmith (John Morley), (৫৯) Balzac's Rare Stories No 2, (৬০) Bengal Celebrities, (৬১) The Young Visitors, (৬২) Red Gauntlet, (৬৩) Confluence of Opposites, (৬৪) Dracula's Guest, (৬৫) Aedithai's Lovers, (৬৬) Seven Stories, (৬৭) The Scottish Workings of Craft Masonry, (৬৮) Unconquered, (৬৯) Moon of Isreal, (৭০) The Virgin of the Sun, (৭১) Broken Earthen Ware, (৭২) Idyls of the King, Vol. II, (৭৩) The Common Law, (৭৪) The Personal History of David Copperfield, (৭৫) Tales of the Caliphs, (৭৬) A Primer of Assyriology, (৭৭) Christianity and Christian Science, (৭৮) The Last of the Barons; The Secretary, Smithsonian Institution—(৭৯) Solar Activity and Long-Period Weather Changes, (৮০) Opinions Rendered by the International Commission ■ Zoological Nomenclature, (৮১) The Distribution of Energy over the Sun's Disc; The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(৮২) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, ২৩rd Session, ১৯২৬, Vol. XXIII. (৮৩) Do. ২৪th Session, ১৯২৭, Vol. XXIV.

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

২৭এ কান্তন ১৩৩৩, ১১ই মার্চ ১৯২৭, শনিবার, অপরাহ্ন ৩।০ টা।

মহামহোপাধ্যায় জীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—“জান-উৎসাদ--প্রাচ্য ও প্রতীচ্য” বিষয়ে জীযুক্ত মলিনাক তর্জীচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় জীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ■ লিট, ■ আই আই মহাশয় সভাপতির আগুন গ্রহণ করিলেন।

এখানেই ■ জীযুক্ত চুণীলাল বসু রায়মহাশয় নি আই ই, আই এম ও, ■ বি, এক নি এম বাহাদুর বলিলেন,—আগানারা বোধহয় সকলেই শুনিয়াছেন, আমাদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় জীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘ডক্টর’ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মানপ্রাপ্তিতে শুধু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নহে—সমগ্র ■ দেশ ■ বাঙ্গালীজাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, তাঁহাকে এই সম্মান প্রদান-কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড লিটন মহাশয় যে ■ প্রভাচর্চক প্রণয়ন করিয়াছিলেন,

তাহা বোধ হয় আপনাদিগকে সকলেই সংবাদ পত্রে পড়িয়াছেন। তাঁহার এই সম্মানে আমরা সকলেই বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছি। পরিষদের সদস্যগণের এবং বঙ্গবাদী দলেরই পক্ষ হইতে আমি এ ■■■ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং পুঙ্খনীয় শাস্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন করিতেছি।

প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আজ আপনাদিগকে যে ভাবে সম্মান দেখাইলেন, ■■■ আপনাদিগকে আমার ধন্যবাদ প্রদান করুন। লর্ড লিটনও আমাকে বিশেষ অহুগ্রহ করেন, ■■■ জন্ত তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের আবেদন অনুসারে কলিকাতা করপোরেশন সাহিত্য-পরিষদকে ২৫০০০ টাকা দানের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। ■■■ জন্ত আমরা সর্গীষ্যকরণে কলিকাতা করপোরেশনকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই ■■■ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় চলিষ্ঠা গেলে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তময় এম এ, বি এল, এটর্নি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ কট্টাচারী মহাশয় তাঁহার 'জান-উৎপাদ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এম-সি (এডিন), এফ আর ■■■ ই, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি কয়েকজনে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখকের সহিত আলোচনা করেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধ শুনিয়া আজ আমরা অনেক নূতন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলাম। তবে এক সঙ্গে অনেক কঠিন বিষয়ের আলোচনা করিয়া লেখক মহাশয় আমাদের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। আমার অহুগ্রহ, এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত কি, তাহা তিনি আমাদের পক্ষে স্তম্ভনাইবেন। আমি পরিষদের পক্ষ হইতে প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশিষ্টভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাস্তম্ব হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন কাব্যালঙ্কার

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহুগীলাল দত্ত

সভাপতি।

নবম বিশেষ অধিবেশন

৫ই চৈত্র ১৩৩৩, ১২ই মার্চ ১৯২৭, শনিবার, অপরাহ্ন ৩।০টা।

শ্রীযুক্ত হুসেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—“প্রজা-নিয়মনে ■ সুপ্রজাবর্জনে জ্যোতিষের প্রভাব” বিষয়ে
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞারত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী
বি এ মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুসেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম ■ মহাশয় সভাপতির
আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, সমাজ ঃ জাতি সম্বন্ধে জ্যোতিষের প্রভাব, এই বিষয়টি
অতিশয় নতুন। আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ গণপতি সরকার এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ
করিয়াছেন। এ বিষয়ে ডাক্তারী মত বথেষ্ট আছে; বিশেষজ্ঞগণ তৎসম্বন্ধে আলোচনা
করিতেছেন। ইউরোপ ও এদেশে ইহার অনেক চর্চা হইয়াছে ও হইতেছে।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হুসেননাথ চট্টোপাধ্যায়
বি এ, এটর্নি মহাশয় যখন পরিষদের সম্পাদক ছিলেন, তখন পরিষদে জ্যোতিষ-শাখা স্থাপিত
হয়। এই শাখার উদ্দেশ্য—হেমমধ্যে ফলিত জ্যোতিষের প্রচার, আলোচনা ■ সাধারণের
মধ্যে উহা সহজবোধ্য করা। আমরা পরিষদে ২৩টি বক্তৃতা দ্বারা এই উদ্দেশ্য প্রচারের চেষ্টা
করিয়াছি। অত্ৰকার এই বিষয়ের আলোচনা সেই জ্যোতিষ-শাখারই নির্দেশমত। তৎপরে
তিনি গুহার ■ পাঠ করেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিঃশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত
সদাচরণ ধর, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নশিকুম্বর ভট্টাচার্য্য
মহাশয়গণ প্রবন্ধ ■ আলোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ■ প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে
ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাকল হয়।

ত্রিনগেননাথ সোম কাব্যালকার

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচন্দ্রশাল বসু

সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্তমান ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল।

বিশেষ ঘটনা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্ত এবং পরিষদ মন্দির সংস্কারের কলিকাতা করপোরেশনের ২৫০০০/- পাঁচিচ হাজার টাকা দান প্রাপ্তি পরিষদের জীবনে একটি অত্যন্ত প্রধান স্বর্ণীয় ঘটনা। বহুদিন হইতে পরিষদের কর্তৃপক্ষ পবিত্র মন্দির মেরামতের জন্ত এবং মন্দির সুস্থরূপে পুস্তকালয়টিকে সুবিস্তৃত করিবার জন্ত অর্থভাবে অত্যন্ত বিপন্ন চইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুই অত্যাবশ্যক কার্যের বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অথচ ভিক্ষা দ্বারা সত্বে এত টাকার সংস্থান করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। এমন কি, এই অর্থচিন্তাতে পরিষদের কর্মকর্তৃগণকে এতদূর উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছিল যে, ঔষাহবিগ্গকে পরিষদের উদ্দেশ্যস্বার্থী সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে কিছুকালের জন্ত করিতে হইয়াছিল। অর্থগতের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াও যখন কোন স্থানেই আশাস্বরূপ সম্ভবতাবাদের সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন পরিষদের বর্তমান সমীপস্থি মহাশয় কলিকাতা করপোরেশনের পরিষদের আত্মপূর্ষিক অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া এক আবেদন করেন। করপোরেশনের সম্ভব কর্তৃপক্ষ সমস্ত অবস্থা বিবেচনাপূর্বক পরিষদ মন্দির রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পরিষৎকে ২৫০০০/- পাঁচিচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতার এই অত্যন্তম প্রধান জাতীয় অনুষ্ঠানটিকে এই ভাবে সুপ্রতিষ্ঠা স্থাখিয়ার ব্যবস্থা করিয়া করপোরেশন উপযুক্ত কার্যই করিয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষৎ এবং বঙ্গদেশবাসী ও বঙ্গসাহিত্যসুহৃদগণ বাক্তিমান্রই করপোরেশনের প্রতি চিরদিন থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পরিষদের অন্যতম ণিতৈষী করপোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সরকার মহাশয় এই বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ হইয়াছেন পর্য্যন্ত পরিষদের এই দান প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহার এই আদর্শ পরিষৎ চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত অরণ করিবেন।

এই সাংবৎসরিক বার্ষিক করপোরেশন প্রতিবৎসর পরিষৎকে তাহার পুস্তকালয়ের পুস্তক পরিষদের ৩৫০০/- দান করিয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষও এই টাকা পরিষদের হইয়াছে। পরিষৎ এই দানের জন্য করপোরেশনের নিম্নে আর্থিক কৃতজ্ঞতা আপন করিতেছে।

এই অর্থদান ব্যতীত কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব পূর্ব ন্যায় আলোচ্য বর্ষের পরিষদের ট্যাক্স রেহাই দিরাছেন। পরিষৎ তৎকাল করপোরেশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরিষৎ আশী করেন যে, ভবিষ্যতেও করপোরেশনের উপযুক্ত মেয়র, অডারয়ান কাউন্সিলারগণ এইভাবে পরিষৎকে রেহাই চক্রে দেখিয়া বেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

বাংলা

আলোচ্য বর্ষে মৃতন ব্যক্তি হন নাই। নিম্নোক্ত তিন ব্যক্তিবই পুরস্কৃত হইতে আছেন,—

সহায়ক ■ ■ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রেন্দ্র বন্দী

সহায়কাদিগ্রাজ ■ ■ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর

সহায়ক শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

আলোচ্য বর্ষাবধি পরিষদের সমস্তসংখ্যা এইরূপ ছিল,—

(ক) বিশিষ্ট — ৯

(খ) আজীবন — ■

(গ) অধ্যাপক — ৫

(ঘ) যৌলভী — ■

(ঙ) সহায়ক — ১৯

(চ) সাধারণ — ২১৮০

কলিকাতা—১৩৫৯

দকখল — ৮৩৪

২১৮০ ২২২১

(ক) বিশিষ্ট-সমস্ত, (খ) আজীবন-সমস্ত ও (গ) অধ্যাপক-সমস্ত-সংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

(ঘ) যৌলভীর বিবরণ, আলোচ্য বর্ষেও কেহ যৌলভী-সমস্ত-পদ গ্রহণ করেন নাই।

(ঙ) সহায়ক-সমস্ত ১৯ জনের মধ্যে ৮ জনের ■ বৎসর বিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় ১ জন পুনর্নির্বাচিত হইরাছেন, ১ ■ নাম বাহ গিয়াছে এবং ৩ জন মৃতন সহায়ক-সমস্ত হইরাছেন। করণে এই সমস্তসংখ্যা ২১ হইরাছে।

(চ) সাধারণ-সমস্ত (কলিকাতা)—বর্ষাবধি ১৩৫৯ জন কলিকাতাবাসী সাধারণ-সমস্তের মধ্যে ১২ জন পরলোকগত হইরাছেন, ৫ জন দকখল হইতে আসিয়াছেন, এবং ১৪ জন দকখলে গিয়াছেন। উক্ত ১৩২১ জনের ট্যাক্স অনাদার হওয়া ও লম্বা পথে থাকিতে প্রত্যাহার জ্ঞাপন করা ৫০৮ জনের নাম বাহ দেখা হইরাছে এবং ১৩৩ জন মৃতন সাধারণ-সমস্ত হইরাছেন।

গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮৮৯ হইয়াছে।

(মকসল) —আগোচ্য বর্ষের প্রথমে মকসলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা [] ছিল। [] ৮ জনের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, [] কলিকাতা আসিয়াছেন এবং ১৪ [] কলিকাতা হইতে মকসলে গিয়াছেন। পদত্যাগ করায় এবং চাঁদা অনিয়মিত হেতু ৪১৫ [] নাম বাতিল হইয়াছে এবং ২০ জন নূতন সদস্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব বর্ষশেষে মকসলবাসী [] সংখ্যা ছিল ৪২৫ জন।

[] জেলাভেদে বর্ষশেষে সদস্যসংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক)	বিশিষ্ট—	৩
(খ)	আজীবন—	৫
(গ)	অধ্যাপক—	৪
(ঘ)	মৌলভী—	০
(ঙ)	সহায়ক—	২১
(চ)	সাধারণ—	১৩১৪
	কলিকাতা—	৮৮৯
	মকসল—	৪২৫
		<hr/> ১৩১৪
		<hr/> ১৩৫৪

সাধারণ সদস্যগণের এত সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় পরিচয়ের যে বিশেষ কতি হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বহু দিন হইতে এই [] সভ্য চাঁদা দান মত্রে এত উদাসীনতা দেখাইয়া আসিতেছিলেন যে, কার্যনির্বাহক-সমিতি বাধ্য হইয়াই তাঁহাদের নাম সভ্যতালিকা হইতে নিষ্কাশন করিয়া মস্তেও বাদ দিয়াছেন। তথাপি পরিবর্তন আশা করেন যে, এই [] সদস্য পুনরায় সভ্য-পদ গ্রহণ করিয়া আমাদের উৎসাহিত করিবেন।

পরলোকগত সভ্য

বর্ষান্তে নিম্নলিখিত [] পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে,—

- ১। অম্বুজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
- ২। ভাঃ অরিনাশচন্দ্র কল্যাণাধ্যায় এম্. এ. []
- ৩। রায় অরিনাশচন্দ্র মজুমদার বাহাদুর এম্. এ. সি. আর. এস
- ৪। অজয়চরণ []
- ৫। কালিদাস দাস চৌধুরী বি. এ
- ৬। কালীচরণ []
- ৭। কালীচন্দ্র [] বি. এ

- ৮। কুমারবাহী আচার্য্য জোড়ী ওষী
- ৯। চন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য বি এ
- ১০। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়
- ১১। পুণ্ডরিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
- ১২। ডাঃ প্রভাতচন্দ্র মিত্র
- ১৩। প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
- ১৪। প্রমথনাথ দত্ত
- ১৫। রায় বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর
- ১৬। বিজয়কুমার মল্লিক
- ১৭। রায় বিপিনবিহারী গুপ্ত বাহাদুর এম এ
- ১৮। ভৈরবচন্দ্র দত্ত
- ১৯। রসিকলাল দত্ত এম এমসি
- ২০। রায় রামচরণ মিত্র বাহাদুর এম এ, বি এল, সি আই ই
- ২১। ললিতমোহন দত্ত
- ২২। সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ
- ২৩। ডাঃ সত্যজিৎনাথ বর্দন এল এম এম, বি এ
- ২৪। সহায়নাথনাথ পাল
- ২৫। রায় অরুণচন্দ্র সেন বাহাদুর এম এ
- ২৬। করগোপাল দাস কুমার
- ২৭। কবিরাজ তেজচন্দ্র সেন কবিরত্ন

ইহাদের দ্বারাও পরিষৎ বিশেষভাবে হৃৎবিহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত। ইহাদের পরিবারগুলির নিকট পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা বাইতেছে।

এই সকল সম্বন্ধেও বাতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকবহু প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহাদের অনেকেই পূর্বে পূর্বে পরিষদের সভ্য ছিলেন। পরিষৎ ইহাদের দ্বারাও বিশেষভাবে হৃৎ প্রকাশ করিতেছেন এবং ইহাদের শোকাজিত নিকট পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন,—

- ১। ককটগোবিন্দ
- ২। সত্যেন্দ্রনাথ বসু সি আই ই
- ৩। কেশবনাথ মজুমদার
- ৪। কবিরাজ হামিনীকৃষ্ণ সেন এম এ
- ৫। রাজেশ্বর
- ৬। শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়

৭। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

৮। হারাণচন্দ্র রক্ষিত

সাধারণ অধিবেশন—(■) বার্ষিক

আলোচ্য বর্ষে ১৬ই আশ্বিন তারিখে পরিষদের ষাট্টিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত মাসিক ■ বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ পঠিত হইলে পর ষাট্টিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণী বিজ্ঞাপিত হইলে সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্বাচন হয়। তৎপরে ■ জন সাক্ষিত্যকেন্দ্র চিত্রশ্রেণীভাঃ হয়। অতঃপর ষাট্টিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ পঠিত হইলে সেই সম্বন্ধে কতিপয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং এই কার্যবিবরণ গৃহীত হয়। তৎপরে ষাট্টিংশ বর্ষের কর্মসূচ্য নির্বাচন ও কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যনির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। কতকগুলি উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক প্রদর্শিত হয়।

(ব) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ৮টি মাসিক অধিবেশন হয়। পরিষদ মন্দির মেসায়তের কার্যে ■ পরিষদের হল এবং পরিষদের অধিকাংশ জ্যোতিষ রমেশ-ভবনে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব-ভবনের ■ অধিবেশনের জন্য পাওয়া যায় নাই। ঐ ■ আরও দুইটি বিজ্ঞাপিত মাসিক অধিবেশন হয় নাই। নিয়ে এই আটটি মাসিক অধিবেশনের তারিখ, সভাপতির নাম ■ পঠিত প্রবন্ধ ■ প্রবন্ধলেখকের নাম লিখিত হইল। এই সকল মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলি সাহিত্যাদি শাখাকর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল।

প্রথম মাসিক অধিবেশন—২৩এ ফেব্রুয়ারি, সভাপতি—শ্রীযুক্ত সম্মানমোহন বসু এম এ, প্রবন্ধ—অমর জাতি, লেখক—শ্রীযুক্ত অনুপ্রাচরণ বিজ্ঞানভূষণ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২২ই আশ্বিন, সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রায়সাহাচার্য্য সি আই ই, আই এল ও, এম বি, এক সি এল, প্রবন্ধ—প্রথম মহাপাশ্বেবেয়, রাজস্বকাল, লেখক—শ্রীযুক্ত বলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম এ।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—৩ই আশ্বিন, সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এলসি (এডভক), ■ আর ■ ই, প্রবন্ধ—(ব) ভাটপাড়ার কবি ৮ আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাপাশ্বেয়, কীকনী ■ কাব্যালোচনা, লেখক—শ্রীযুক্ত ভববিক্রম জট্টাচার্য্য বিজ্ঞানভূষণ এম এ, এবং (ব) দুইটি বাঁধ বন্ধকের আবদান, লেখক—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি ডিট।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৩ই আশ্বিন, সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এলসি (এডভক), এক আর এল ই, প্রবন্ধ—প্রাচীন ভারতীয় আর্থিকায়ন পণ্ডের তলী, লেখক—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ■ ■ ■ এ।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—১৯এ অগ্রহায়ণ, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, প্রবন্ধ—হরচন্দ্র ঘোষ ■ ভাঁহার নাট্যজীবনী, লেখক—ঐযুক্ত ভাঃ সুনীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি জিট।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৬এ অগ্রহায়ণ, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি জিট, সি আই ই, প্রবন্ধ—কবীন্দ্র রসাপতি, লেখক—ঐযুক্ত মুগাকনাথ রায়।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২২এ ফাল্গুন, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি জিট, সি আই ই, প্রবন্ধ—দীন চন্দ্রদাস, লেখক—ঐযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১৩ই চৈত্র, সভাপতি—রায় ঐযুক্ত চুণীলাল বসু বসায়নাচাৰ্য বাহাদুর সি আই ই, আই এল ও, এম বি, এক সি এল, প্রবন্ধ—বাঙলায় নারীর ভাষা—লেখক—ঐযুক্ত সুনুসার সেন এম এ।

(৭) বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১১টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ১২শ অধিবেশনটি বঙ্গা মহাশয়ের অন্ত্রবিধাবশতঃ স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। নিম্নে এই ১১টি বিশেষ অধিবেশনের তারিখ, সভাপতির নাম, আলোচ্য বিষয় ও বক্তা বা লেখকের নাম লিখিত হইল।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই জ্যৈষ্ঠ, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, আলোচ্য বিষয়—বৌদ্ধধর্ম (তৃতীয় বক্তৃতা), বক্তা—সভাপতি মহাশয় বরং।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—১৬ই জ্যৈষ্ঠ, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, আলোচ্য বিষয়—৮রাহ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ঐকর্ষ এম এ, বি এল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার, ঐযুক্ত কিরণচন্দ্র ■ এবং ঐযুক্ত গুণপতি সরকার বিজ্ঞানতত্ত্ব মহাশয়ের কবিতা পঠিত হইলে ঐযুক্ত অমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। প্রেত, বস্তুর লক্ষণ নির্দেশিত মহাশয়গণ মৃত মহাশয়ের জগৎবন্দী কর্তন করেন—ঐযুক্ত অমৃতলাল বসু, ঐযুক্ত কীর্ত্তনপ্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ এম এ, ঐযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বসায়নাচাৰ্য বাহাদুর সি আই ই, আই এল ও, এম বি, এক সি এল, ঐযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেরাল্লর এম এ, বি এল, ঐযুক্ত বোমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ■ এ, বি এল, ঐযুক্ত মনোমোহন বসু এম এ, ঐযুক্ত কিরণচন্দ্র ■ ঐযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম এ, এক জি এল, ঐযুক্ত শতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ঐযুক্ত সভাপতি মহাশয় ও ঐযুক্ত পণ্ডিত ■ স্মৃতিতীর্থ।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা আষাঢ়, সভাপতি—ঐযুক্ত রায় চুণীলাল ■ বসায়নাচাৰ্য বাহাদুর সি আই ই, আই এল ও, ■ বি, ■ সি এল। আলোচ্য বিষয়—প্রাচীন গৌড়ের ভাস্কর্য (Sculptures in Ancient Gauda) বক্তা—ঐযুক্ত ভাঃ সুনীলকুমার দে ঐকর্ষ

(Dr. Stella Kramrisch, Ph. D.)। এই বক্তৃতা ইংরাজিতে ■ এবং মাসিক গ্যাস্ট্রোপের সাহায্যে ■ প্রদর্শিত হয়।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বিবরণ—মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব। এই দিন প্রাতে লোহার সার্কুলার রোড, প্রথমেন্ট সিমেণ্টে কবিরায়ের সমাধি-ক্ষেত্রে রায় ঐযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবির স্মৃতির উদ্দেশে প্রার্থনা হয়। ঐযতী বর্ণিতা দেবী একটি কবিতা পাঠের পর ঐযুক্ত পূর্বচন্দ্র দে উদ্ভটনাগর বি এ, ঐযুক্ত অরুণকান্ত নাগ, ঐযুক্ত ললিতমোহন বোহাল, ঐযুক্ত শ্রীমলাল গোস্বামী, ঐযুক্ত ডাঃ বনভদ্রারি-লাল চৌধুরী ডি এলসি (এডিন), এক আর এস ই এবং ঐযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করেন।

এই দিন অপরাত্রে পরিব্রাজকি এই উপলক্ষ্যে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাপতি—ঐযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল। ঐযুক্ত সিতেশ্বরজুন বোষ মহাশয় একটি গান করেন। তৎপরে ঐযুক্ত যুগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঐযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় কবির রচনা আবৃত্তি করেন, ঐযুক্ত অরুণচন্দ্র আয়রত এম এ, বি এল মহাশয় কবির কাব্য আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং ঐযতী বর্ণিতা দেবী, রায় ঐযুক্ত জলধর ■ বাহাদুর, ঐযুক্ত অরুণকান্ত নাগ, ডাঃ ঐযুক্ত পঞ্চানন সিয়োগী এম এ, সি-এইচ ডি ■ সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—২৬এ জ্যৈষ্ঠ, সভাপতি—ঐযুক্ত যুগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ। আলোচ্য বিষয়—বেতারের আবিষ্কার (Discovery of Wireless), বক্তা ঐযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ডি এলসি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—১২ই অগ্রহায়ণ, সভাপতি—তর ঐযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী হরিরঙ্গ, এম এ, বি এল, এল এস ডি, সি আই ই, সি বি ই। প্রবন্ধ—বাতব্য জীবনে কলিত-জ্যোতিষের স্থান, লেখক—ঐযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞারঙ্গ।

■ বিশেষ অধিবেশন—৩০এ মাঘ, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই। আলোচ্য বিষয়—ছাত্তনায় চণ্ডীদাস বিষয়ে বক্তৃতা, বক্তা—রায় ঐযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি এম এ বাহাদুর।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—২৭এ ফাল্গুন, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই। প্রবন্ধ—জ্ঞান-উৎপাদ—প্রাচ্য ও গ্রীষ্ম, লেখক—ঐযুক্ত মলিনাক তট্টাচার্য।

নবম বিশেষ অধিবেশন—৫ই চৈত্র, সভাপতি—ঐযুক্ত যুগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ■ এ। প্রবন্ধ—প্রাচ্যজিহ্মনে ও জ্ঞানপ্রবর্তনে জ্যোতিষের প্রভাব, লেখক—ঐযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞারঙ্গ।

দশম বিশেষ অধিবেশন—১৯এ চৈত্র, সভাপতি—ঐযুক্ত পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী। প্রবন্ধ—প্রাচ্য বর্ণনে সুতি-তত্ত্ব (■) লেখক—ঐযুক্ত কালীদাস তর্কভাট্ট।

একাদশ-বিশেষ অধিবেশন—২৩এ ১৮৩, সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই। আলোচ্য বিষয়—‘পরবর্তী’ বিষয়ে বক্তৃতা (প্রবন্ধ),
বক্তা—শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিজ্ঞানচরণ।

সংক্ষিপ্ত-সম্মিলন

পরিষদের দ্বন্দ্বিত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও ইহার চিত্রশালা এবং গ্রন্থাগারের অবস্থা দেখাইবার জন্য করপোরেশনের মেয়র ও চীফ একজিকিউটিভ অফিসার, অন্ডারম্যান ■ কাউন্সিলারগণকে আলোচ্য বর্ষের ২৩এ কান্ডন সোমবার সন্ধ্যা ৭টার সময় পরিষদের এক সাক্ষাৎ সম্মিলনে আহ্বান করা হয়। মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত মহাশয় ■ কাউন্সিলারগণ এত সাক্ষাৎ সম্মিলনে যোগদান করেন। পরিষদের সভাপতি মহাশয় ■ অন্ডারম্যান কৰ্মাধ্যক্ষ ও কার্গানির্বাচক-সমিতির সভ্যগণ উপস্থিত থাকিয়া সুলভ্যকে পরিষদ্যক্ষিকের আশ্রয় সংস্কারের আবশ্যকতা, গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি সুবিন্যস্তভাবে রাখিবার স্থানের ও আধারের অভাবের বিষয় ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া করপোরেশনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যে পরিষদের ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, তাহাও মতপ্রকাশ করেন।

এই সাক্ষাৎ সম্মিলন সম্পন্ন করিতে প্রায় তিন শত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ■ কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় প্রত্যেকে এই জন্য ১০০/- দান করিয়াছিলেন।

কার্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্যালয় ছিলেন,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ—

মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রাই বাহাদুর

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণিশচন্দ্র রাই বাহাদুর

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনমালীলাল চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ ■ বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্নি

ডাঃ ■ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী হরিরত্ন এম এ, বি এল, ■ এল ডি,

সি আই ই, সি বি ই, এটর্নি

শ্রীযুক্ত রাই চুণীলাল বহু রায়নাচাৰ্য বাহাদুর, সি আই ই, আই এল ও,

এম বি, এক সি এল

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ব্যারিষ্টার

সম্পাদক—ঐযুক্ত অনুলোচন বিজ্ঞান

সহকারী সম্পাদকগণ—

ঐযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

ঐযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

কবিশেখর ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার

ঐযুক্ত বিবেকর তত্ত্বাচাৰ্য্য বি এ

ঐযুক্ত জ্যোতিষ্মন্ত ঘোষ

ঐযুক্ত রমেশ বসু এম এ

পত্রিকাধ্যক্ষ—ঐযুক্ত কুমার ডাঃ নগেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

কোষাধ্যক্ষ—ঐযুক্ত বতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এটর্নি

চিহ্নালাধ্যক্ষ—ঐযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, এডভোকেট

ছাত্রাধ্যক্ষ—ঐযুক্ত ঝারকানাথ সুখোপাধ্যায় এম এন্-সি

গ্রন্থাধ্যক্ষ—ঐযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

আয়-ব্যয়-পত্রীক—

রায় ঐযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বাহাদুর

ঐযুক্ত অনাগনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে ঐযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর পরিবর্তনের বাবতীর অর্ধের ■■■ পরিচালনের এবং ঐযুক্ত জ্যোতিষ্মন্ত ঘোষ মহাশয়ের উপর আয়-বিভাগের ভার অর্পিত ছিল, ঐযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী মুদ্রণ-বিভাগের এবং কৃত্তিকার বিভাগের ভার অর্পিত ছিল, ঐযুক্ত বিবেকর তত্ত্বাচাৰ্য্য মহাশয়ের উপর সাহিত্যিক অঙ্কসন্ধান বিভাগের পত্রব্যবহারের ভর এবং ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয়ের উপর পাঠ্য-পরিবর্তন ও কাব্যালয় পরিদর্শনের ভার অর্পিত ছিল। ঐযুক্ত রমেশ বসু মহাশয়ের উপর কার্যালয়ের সাধারণ পত্রব্যবহারের ভার অর্পিত ছিল। ঐযুক্ত নলিনী বাবু নিজের বিভাগ ব্যতীত পরিবর্তনের আয় বৃদ্ধির বিষয়েও সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছিলেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ—ঐযুক্ত কুমার ডাঃ নগেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় অত্রিক্স তাল পত্রিকার চারি লক্ষ্য সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোষাধ্যক্ষ ঐযুক্ত বতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিবর্তনের ধনরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন, ছাত্রাধ্যক্ষ ঐযুক্ত ঝারকানাথ সুখোপাধ্যায় ছাত্রসভাপ্রদে এইরূপনয়ত উপদেশদি ■■■ করিয়া ষ্টাংদিক্কে সাহিত্যিক কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। চিহ্নালাধ্যক্ষ ঐযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়-পরিবর্তন মন্দির হইতে চিহ্নালায় প্রকাশি রমেশ-ভবনে স্থানান্তরিত করিয়াছেন বাক্য, কিন্তু প্রকাশি মিলাইয়া প্রেরিতদে কৃত্তিকার করিয়ায় জ্ঞানোপ পান নাই। যেহেতু রমেশ-ভবনে আলোচ্য বর্ষে পরিবর্তনের মূল্য প্রকাশ্য প্রকারে প্রকাশিতভাবে প্রস্তুত হওয়ার তথ্য নিত্যকই স্থানান্তরিত হইয়াছে। গ্রন্থাধ্যক্ষ

ঐযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ও পরিষদের পুস্তকালয়টির প্রায় সমস্ত পুস্তকই রমেশ-
 ■■■ অছাড়িতভাবে স্থানান্তর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ■■■ অত্র গ্রন্থাগারের তালিকা ■■■
 প্রকৃতি কার্য, বিশেষতঃ 'সাহিত্য-সভা' হইতে প্রাপ্ত পুস্তকগুলি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে
 পারেন নাই। স্থানান্তরে তাঁহার বিভাগের কার্যের সর্বাঙ্গের অধিক কতি হইয়াছে।
 আরব্যপারীক্ষক ঐযুক্ত রায় মনমথনাথ ■■■ বাহাদুর এবং ঐযুক্ত অনাথনাথ বোষ মহাশয়
 বিশেষ ■■■ ও পরিষদ সনাকারে পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন।

কার্যনির্বাহক-সমিতি

আনোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সনাক্তপণ পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) সনাক্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত

- ১। ঐযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্
- ২। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি
- ৩। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
- ৪। " রায় খগেন্দ্রনাথ ফির বাহাদুর ■■■ এ
- ৫। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল
- ৬। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস্ (লন্ডন)
- ৭। " ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি
- ৮। " বাণীনাথ নল্লী সাহিত্যানন্দ
- ৯। " গণপতি সরকার বিভারত
- ১০। " ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস বোষ এম ডি, এম এল-সি, ■■■ ■■■ এল
- ১১। " লেন্সটানেট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি ■■■
- ১২। " ডাক্তার আব্দুল গফুর লিঙ্গিকী অমলসন্ধানবিশারদ
- ১৩। " মনমথমোহন ■■■ এম এ
- ১৪। " বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ
- ১৫। " বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষান্তরনিধি এম ■■■
- ১৬। " ■■■ হোস
- ১৭। " ■■■ সরকার এম এ
- ১৮। " ■■■ বেব
- ১৯। " নিবারণচন্দ্র রায় ■■■ ■■■
- ২০। " ডাঃ কুপেন্দ্রনাথ বসু ■■■ এ, পি-এচ ডি

(খ) পাঠ্য-পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত

- ১। ঐযুক্ত ■■■ রায় চৌধুরী
- ২। " আব্দুসসাম চট্টোপাধ্যায় এম ■■■

- ৩। ঐক্য ললিতমোহন সুখোপাধ্যায়
- ৪। „ ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল
- ৫। „ আভতোষ চৌধুরী
- ৬। „ মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতির ১২টি সাধারণ এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং তিন বার সাধারণ বার্ষিক সমিতির সভাপণের মত লইয়া কার্য পরিচালিত হইয়াছিল। সমিতিতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ■ কতকগুলি আলোচিত বিবরণের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—

- ১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আভ্যাস-সমিতি, ৬। চিত্রশালা-সমিতি, ৭। পুস্তকালয়-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। পরিদর্শন-সমিতি, ১০। বিনয়কুমার সরকার সংবৎসর-সমিতি, ১১। কলকাতা চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি—চিহ্ননির্মাণ-সমিতি, ১২। পুস্তক-প্রবন্ধ-নির্মাণ-সমিতি, ১৩। চাক্ষুরোগ-প্রণালি বিভাগবিনোদ স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান-সমিতি, ১৪। আয়-বৃদ্ধি ও ব্যয়-সংকলন সমিতি, ১৫। বার্ষিক কাণ্ডবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

(খ) চতুর্থবারের পদাবলী, বিভাগগুলির পদাবলী ও সৌরশাস্ত্রবিদগণ পুনর্নুজ্ঞার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(গ) চন্দননগর প্রবর্তক-সভার প্রেরণনীতে এবং কলিকাতায় ঐগোরা-মিলন-মন্দিরের প্রেরণনীতে পরিষদের চিত্রশালা হইতে কোন কোন দ্রব্য প্রেরণের ■ প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী ই, বি, রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার এবং ঐ বাড়ী Ancient Monuments Act অনুসারে সংরক্ষণ করিবার ■ গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(ঙ) পুনার মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মিলনে, হুগলী জেলা ঐতিহাসিক ও পাঠাগার সমিতির অধিবেশনে এবং মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হয়।

(চ) পরিদর্শন-সমিতি যেরামতের কার্যসৌকর্য্যার্থে দুই মাসের ■ পুস্তকালয়ের পুস্তক আদান ■ রাখা হইয়াছিল এবং পরিষদের স্থানিক ■ বিশেষ অধিবেশন বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

(ছ) পরিদর্শন-সমিতি যেরামতের লক্ষ ঐক্যকে সি. সি. বোম ■ কোম্পানীর ১৯১৫০০-০০ সনোদিত হইয়া ঐক্যবিপক্ষেই যেরামতের কার্যভার বেওয়ার ■ গৃহীত হইয়াছিল।

(জ) কলিকাতা করপোরেশন হইতে যে ২৫০০০০ টাকার পাওরা মিলাছিল, তাহা হইতে রমেশ-ভবনের নির্মাণের দরুন কলিকাতার দেনা মিটাইবার উক্ত রমেশ-ভবনে ১০০০০০ টাকা হাওলাত দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

(ঝ) করপোরেশনের উক্ত দানের টাকার মধ্যে ১০০০০০ টাকা হাওলাত দেওয়ার পর উক্ত ১০০০০০ টাকা সেরাফতের কার্যে ব্যয় করিবার পূর্বে সেন্ট্রাল ও লয়েডস্ ব্যাংকে ক্যাশা রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। এই ব্যয় হইতে আবশ্যকমত এই কার্যে ব্যয় করিবার টাকা উঠান হইবে, তাহাও স্থির হইয়াছিল।

(ঞ) কলিকাতাবাসী যে সকল নতুন নিয়মালুসারে ১২ টাকা নিজে সম্মতি জ্ঞাপন নাই, তাহাদের নিকট হইতে সম্মতিপত্র আনিবার একজন অস্থায়ী লোক ২৫ বেতনে ও ট্রায়ের ভাড়া ১০০ টাকা নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

(ট) পরিষদের সাধারণ তহবিলে পর্যাপ্ত যে সকল গচ্ছিত তহবিলের অর্থ হাওলাত লওয়া হইয়াছিল, তাহা সমস্তই শোধ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তাহা শোধ দেওয়া হইয়াছে।

(ঠ) রতনপুর শাখা-পরিষদের পুষ্টি অস্ত্রাঙ্ক প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট তালিকা করিবার উক্ত শাখার অধ্যক্ষের পরিষদের সহকারী সম্পাদক ঐযুক্ত রমেশ মহাপাত্রকে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(ড) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে “কমলা লেকচারশিপ কমিটি”তে ও “অগভার্নমেন্ট লাইব্রেরি কমিটিতে” যথাক্রমে রাধা ঐযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এবং ঐযুক্ত অমলচরণ বিজ্ঞানচরণ মহাপাত্র পরিষদের প্রতিনিধি নির্ধারিত হইয়াছিলেন।

(ঢ) ঐযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞান মহাপাত্র ওজন ভিসার কল্যাণবাদ করিয়া নিজস্বায়ে ছাপাইয়া পরিষদকে দান করিবে। এই গ্রন্থ পরিষদগ্রহণকরিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

(ণ) পত্রিকার আগুতি ব্যয়-সংকট করিবার আবশ্যকতা অল্পকৃত হওয়ার এই বিষয় আলোচনা করিয়া দিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান-শাখা-সমিতি

অধিবেশন-সংখ্যা—সাহিত্য-শাখা—৪

ইতিহাস-শাখা—১

দর্শন-শাখা—২

বিজ্ঞান-শাখা—৩

মনোনীত প্রবন্ধ লেখকগণ—

সাহিত্য-শাখা—

(১) গ্রাম্য শব্দ-সকল—ঐযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ, ডি-সি।

(২) ঐন্দ্রিয় বোধন শব্দের বাণী—লেখক ঐ।

- (৩) প্রাচীন ভারতীয় আৰ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গী—ঐযুক্ত সূর্য্যনার সেন এম এ।
 (৪) হরচন্দ্র বোম ■ তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী—ঐযুক্ত সুনীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি লিট।
 (৫) কবীজ্ঞ রম্যপতি—ঐযুক্ত মুখাৰ্জনাথ রায়।
 (৬) ভাটপাড়ার কবি ৮আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাপণ্ডের জীবনচরিত্র এবং তাঁহার কাব্যলোচনা—ঐযুক্ত ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞানভূষণ এম এ।
 (৭) বাঙালার নারীর ভাষা—ঐযুক্ত সূর্য্যনার সেন এম এ।
 (৮) দীন চণ্ডীদাস—ঐযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ।
 (৯) বুদ্ধ ও বৌদ্ধ লম্বকে বাঙ্গালীর ধারণা—ঐযুক্ত রমেশ বসু এম এ।
 এই শাখায় স্থির হইয়াছে যে, 'ঐক্যের জয়কথা' নামক পুথিখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল।

ইতিহাস-শাখা—

- (১) বৌদ্ধধর্ম—মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই।

দর্শন-শাখা—

- (১) জৈনদর্শনে ধর্ম ■ অধর্ম—ঐযুক্ত হরিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল।
 (২) প্রাচ্যদর্শনে মূর্ত্তিতত্ত্ব—পণ্ডিত ঐযুক্ত ঞানীন্দ্রনাথ তর্ক্যাচার্য্য।
 (৩) জ্ঞান উৎপাদ—প্রাচ্য ■ প্রতীচ্য—ঐযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞান-শাখা—

- (১) ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গীত, কি জলীয়—ডাঃ ঐযুক্ত নিখিলরঞ্জন সেন এম এ, পি-এচ ডি।
 (২) কবলা ব্যবসায়ের অধ্যয়ন ও তাহার প্রতিকার—ঐযুক্ত কিরণকুমার সেন গুপ্ত
 এম এ, এম এন্-সি।
 (৩) সূর্য্য যেকবর্ত্তীর কবল পরিহার করিবার এক সহজ উপায়—ঐযুক্ত ডাঃ একেজনাথ দাস বোম এম ডি, এম এল-সি, এক জেড্ এন্স।
 (৪) রোমীমিগের জ্যোতির্বিভাগ—লেখক ঐ।
 (৫) জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈদ্য—ঐযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানরত্ন।
 (৬) প্রজামিরমনে ও সূপ্রজাবর্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব—লেখক ঐ।

এই শাখার কর্ত্তবে যে বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কাজ হইতেছিল, তাহা এখনও শেষ ■ নাই এবং রসায়ন ■ প্রকাশের আলোচনাও শেষ হয় নাই।

■ চারি শাখার সভাপতি ও আল্লানকারিগণের নাম—

সভাপতি—

সাহিত্য-শাখার—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই।

ইতিহাস-শাখার— ঐ ঐ

দর্শন-শাখার—ঐযুক্ত হোমেন্দ্রনাথ ■ বেনাডর—এম এ, বি এল।

বিজ্ঞান-শাখা—ঐযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন এম এ, ডি এসসি।

আর্থনকারী—

সাহিত্য-শাখা—ঐযুক্ত বিশেষ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ।

ইতিহাস-শাখা—ঐযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, ডি স্কট।

দর্শন-শাখা—ঐযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

বিজ্ঞান-শাখা—ঐযুক্ত ডাঃ একেঞ্জননাথ দাস যোষ এম ডি, এম এসসি, ■■■ ডেপু এস।

জ্যোতিষশাখা

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার একটি অধিবেশন হইয়াছিল। স্থির হইয়াছে যে, বৎসরের ■■■ অনধিক ছয়টি জ্যোতিষিক প্রবন্ধ পাঠের জন্য বিশেষ অধিবেশন এবং জ্যোতিষ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনার জন্য চারটি বৈঠকের ব্যবস্থা হইবে। ঐ সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ অধিবেশনে দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হয়।

চিকিৎসা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।

পুঁথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পুঁথিশালার স্নাতক ■ আলমারীগুলি রবেশ-ভবনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই জন্য পুঁথিশালার কোন কার্য্যই হয় নাই। গত বৎসর নানা স্থান হইতে যে সকল প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছিল, সেগুলিও তালিকাভুক্ত করিতে পারা যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে পুঁথিসংগ্রহের কার্য্য আশাশ্রয় হয় নাই। ঐযুক্ত অন্নদাকুমার ভট্টরায় দুইখানি পুঁথি দান করিয়াছেন এবং কলিকাতার সাহিত্য-সভা হইতে তিনখানি পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছে। তালিকাভুক্ত পুঁথির সংখ্যা যাহা গড় বর্ষশেষে দেখান হইয়াছিল (৪৩৯৪ খানি), তাহাই রহিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পুঁথিশালায় প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ৩য় খণ্ড, ২২ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কৃতপূর্ণ পুঁথিশালার তারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ঐযুক্ত বনজরঞ্জন রায় বিদ্যরত্ন এবং বর্তমান পণ্ডিত ঐযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংকলিত।

একতরফী পুঁথিশালার প্রেক্ষিতে পুঁথির তালিকা-প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

প্রকাশনা

পরিষৎপ্রকাশনার উন্নতি-বিধানার্থ পুস্তক-পত্রিকারি ক্রয় করিবার ■ কলিকাতা করপোরেশন হইতে বর্তমান বর্ষেও ৬৫০২ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। করপোরেশন-■■■ অর্থে বখাশময় পুস্তকাদি ■ করা হইয়াছে।

করপোরেশনের সভাপতিসারে ওয়ার্ড-কাউন্সিলার ডাঃ ঐযুক্ত হুমায়ুনকামার ■ এক বিবরণ পুস্তকালয়-সমিতির ■ ছিলেন। করপোরেশনের নক-নির্বাহিত ■ তহবী-

কটিলিসার অধ্যাপক ঐযুক্ত সতীশচন্দ্র বোষ এম এ মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভা নির্বাহিত হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট পুস্তকসংখ্যা ১৯,০২৩; তন্মধ্যে বাঙ্গালা ১০,১২৮, ইংরাজি ৬৮৮৪ এবং বাঁধান যাসিক পত্রিকা ২০১১ খানি। বর্তমান বর্ষে সংগৃহীত বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে ৬৬ খানি ক্রীত ■ অবশিষ্ট ৩০০ খানি উপহৃত। ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ১০৪ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১২৭ খানি উপহারপ্রাপ্ত। বর্ষশেষে সর্বসমেত ৫২৭ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ষশেষে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা নিম্নোক্তরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক) পূর্বেজিখিত	১২০২৩
(খ) বিভাগ্যপত্র-গ্রন্থাগার	৩৫৪৬
(গ) সন্তোষনাথ ■ গ্রন্থাগার	২২৬০
(ঘ) রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার	৭০২
(ঙ) সাহিত্য-সভার পুস্তকালয়	২৫৪০

সর্ব মোট ২৮১০১

পূর্বে প্রাপ্ত ৮জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের, ঐযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয়ের এবং বাহুব পুস্তকালয়ের পুস্তকগুলি পরিবহের সাধারণ পুস্তকালয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। উক্ত ১২০২৩ খানির মধ্যেই এই সকল বই রহিয়াছে।

বঙ্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভার কর্তৃপক্ষ গত ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে সাহিত্য সভার কার্য-নির্বাহক-সমিতির অনুমোদন অনুসারে সভার পুস্তকালয়ের ১১৪ আলমারী সমেত ২৫৪০ খানি পুস্তক পরিদর্শনপ্রার্থীকে দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য বঙ্গীয় রাজা বাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র কুমার ঐযুক্ত প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে পরিবৎ বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

পরিবহের হিটৈতরী সদস্ত, গ্রন্থকার এবং প্রকাশকগণ গ্রন্থসংগ্রহকারী এবং গ্রন্থাদি উপহার দিয়া যথেষ্ট সংযত করিতেছেন। ■ উহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে। পরিবহের পরমহিটৈতরী প্রাচীন ■ ঐযুক্ত বিহারীলাল রায় মহাশয় ছুটি আলমারী সমেত ১৭৬ খানি পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে রামনারায়ণ-বিভাগর মহাশয়ের বহরমপুর—রাধারমণ যন্ত্র প্রকাশিত বহু ■ রহিয়াছে। ঐযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, এটর্নী মহাশয় বাঙ্গালা ১৩ খানি ■ ইংরাজী ৪৭ খানি, মোট ৬০ খানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। সঙ্কট-সাহিত্য-পরিবৎ উহাদের প্রকাশিত পুস্তকগুলি পরিবৎ-প্রদানক্রমে লিখিত বিনিময় করিতেছেন।

আমেরিকার Smithsonian Institution উহাদের প্রকাশিত ১০ খানি মূল্যবান ■ পুস্তক উপহার পাঠাইয়াছেন। আমেরিকার Museum of Fine Arts,

Anthropological Association এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Oriental Studies তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি বৎসরীতি পাঠাইয়াছেন।

সাময়িক পত্রের মধ্যে ১ খানি দৈনিক, ৫০ খানি সাপ্তাহিক, ৩ খানি পাক্ষিক, ১১১ খানি মাসিক, ২ খানি ত্রৈমাসিক ও ৩ খানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেট ও কলিকাতা করপোরেশনের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটখানি নিয়মিত পাঠাইতেছেন। বৈদিক পত্রের মধ্যে The Englishman ও The Statesman এবং মাসিক পত্রের মধ্যে Indian Antiquary, The Modern Review ও মাসিক বঙ্গমতী জের করা হইয়াছিল। [সাময়িক তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয় সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, আগামী বর্ষ মধ্যে প্রয়োজনীয় কয়েকটি পুস্তকখার প্রস্তুত করা হইবে। বাকী মেরামত কার্য শেষ হইলেই এই কার্যে হস্তক্ষেপ করা যাইবে।

বর্তমান বর্ষে ৩১৮ জন সদস্য পুস্তক পাঠার্থ বাকীতে পুস্তক লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ৫৭১১ বার পুস্তক পাঠার্থ দেওয়া হইয়াছিল। মাসিক মেরামতের জন্য গ্রন্থাগার দুই মাস বন্ধ থাকার ফলম্ভ আতিদিন গড়ে ৫০ জন পাঠক ও সংবাদপত্রাবি পাঠের জন্য আসিয়াছিলেন।

পরিষদের পাঠাগার নিদিষ্ট ছুটির দিন ও বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ ২টা হইতে ৮টা পর্যন্ত সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় কার্য একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। পরিষৎ মন্দিরের ছাদ ধারাপ হইয়া পড়ায় বৃষ্টির জল চিত্রশালায় প্রায় সর্বত্রই পড়িতে থাকে। এই জন্য চিত্রশালায় প্রদর্শন রমেশ ভবনে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানেও স্থানাতাবে সেগুলি সুবিজ্ঞত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে পরিষৎ মন্দির মেরামত হইলে চিত্রশালায় প্রদর্শন রমেশ-ভবনেই সাজাইয়া রাখিতে পারা যাইবে।

আলোচ্য বর্ষে সুবর্ণাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর পরিষৎকে নিম্নলিখিত সেনের তাম্রশাসন দান করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় ৪টি পাণ্ডুরের পোলা, ১টি বিষ্ণুমূর্তির তাম্র নিম্নাংশ এবং একটি পোড়া বাটির দ্রব্য দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষৎ সুবর্ণাধিপতির নিকট এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথের নিকট আনুগত্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

রমেশ-ভবন

গত বর্ষের আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের নির্মাণ-কার্যের খেঁচু বাকী ছিল, তাহা রূপ করিতে পারা যায় নাই। যে পর্যন্ত নির্মাণকার্য হইয়াছে, তাহাতে টাকায়

কিঞ্চিদধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় নয় হাজার টাকা কর্পটাক্টার মহাশয়ের নিকট বোনা রহিয়াছে। তাঁহাদের বিশেষ তাগাদায় পরিষৎ হইতে ১০,০০০ টাকা হাওলাত লইয়া তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। রমেশ-ভবনের সংকারী সভাপতি মহাশয়ের চেয়ার এবং দুই শূর্য মাননীয় বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন মহোদয়ের অঙ্গুষ্ঠে বেঙ্গল গবর্নেন্ট আগামী বর্ষে রমেশ-ভবন নির্মাণের সাহায্য বাবদ ১৬০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা হস্তগত হইলে পরিষদের উক্ত টাকা শেষ হইবে এবং অবশিষ্ট টাকা রমেশ-ভবন নির্মাণে ব্যয়িত হইতে পারিবে।

এত অনুবিধা সত্ত্বেও সম্রের রমেশ-ভবনের ষাংগোদাটন সম্পন্ন করিবার জন্য রমেশ-ভবনের সভাপতি মহাশয় ত্রয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বরোদার মহারাজ বাহাদুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বরোদারাজ দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, তাঁহার এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা আগমন সম্ভবপর হইবে না।

স্মৃতিরক্ষণ

আলোচ্য বর্ষে চিত্রপ্রতিষ্ঠার দ্বারা নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষা করা হইয়াছে,—

(ক) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঠাকুরি)—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ মহাশয়ের প্রবন্ধ।

(খ) বিবেকানন্দ রায় (রঙ্গীন রোমাইড)—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ।

(গ) অবৈতচরণ আচা (ঠাকুরি)—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রবন্ধ।

(ঘ) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রোমাইড)—শ্রীযুক্ত গুরুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন।

(ঙ) কবিকর্ণাকর রায় নবীনচন্দ্র দাস বাহাদুর (রোমাইড)—শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত।

(চ) লাবেন্দ্রকুমার দত্ত (রোমাইড)—ঐ ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত।

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,—

(ক) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। কি ভাবে ইহার স্মৃতিরক্ষা করা হইবে, তাহা ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বিশেষ অধিবেশনে গঠিত স্মৃতি-সমিতি কর্তৃক স্থির হইবে।

(খ) চণ্ডীচরণ সেন—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একবারি চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্বগৃহীত মন্তব্যানুসারে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। অগ্ন্য বাৎসিক অধিবেশনে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ক) কবি হরেন্দ্রনাথ সেন (রোমাইড)—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই ছবি প্রস্তুতের নিম্নলিখিত টাঙ্গা অগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞান —১০,

ঐযুক্ত নলিনীরাশন পণ্ডিত—৫১, ঐযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৫২ ও ঐযুক্ত বাসুপদ বসু—৫৩, মোট—৫১।

(খ) ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (ব্রোমাইড)—ঐযুক্ত জ্ঞানদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রবৃত্ত। ঐযুক্ত নলিনীবাণু এই চিত্রবানিও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

স্মৃতিরক্ষার জন্ত যে সকল ভাণ্ডার স্থাপিত আছে অথবা [redacted] যে সাময়িক ভাণ্ডার পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রেরিত হইল,—

(ক) কানীয়ায় স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্ধৃত ৩০৩/৯। বর্ষমধ্যে কোন আয়-ব্যয় নাই।

(খ) হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিল—বর্ষমধ্যে আয় ৩৮/০। বর্ষশেষে উদ্ধৃত—১০০৮/৩।

(গ) আচার্য্য কামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি তহবিল—বর্ষশেষে উদ্ধৃত—১৮২২৪/৯। বর্ষমধ্যে কোন আয়-ব্যয় হয় নাই।

(ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল—বর্ষান্তে উদ্ধৃত ২৬৮/৯, ব্যয় ১৮/৩, বর্ষশেষে উদ্ধৃত—২৩৮/৬।

(ঙ) স্ত্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি তহবিল—বর্ষশেষে উদ্ধৃত—১৫৮/০, বর্ষমধ্যে কোন আয়-ব্যয় নাই।

(চ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার—বর্ষমধ্যে আয় ৫০১, ব্যয় ৫০১।

(ছ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল। গত বর্ষের উদ্ধৃত ২৪০১, আয় ১০১, বর্ষশেষে উদ্ধৃত ২৫০১।

(জ) সুবোধচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে পূর্ববর্ষের উদ্ধৃত ১০০১ মোজুদ রহিয়াছে।

(ঝ) মনোমোহন চক্রবর্তী স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে ৫০১ উদ্ধৃত রহিয়াছে; কোন আয়-ব্যয় হয় নাই।

(ঞ) সত্যেন্দ্রনাথ [redacted] স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে গত বর্ষের উদ্ধৃত ১৪৫ টাকা উদ্ধৃত রহিয়াছে। কোন আয়-ব্যয় হয় নাই।

(ট) [redacted] আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি তহবিল—এই তহবিলে প্রতিশ্রুত দানের মধ্যে পূর্ববৎসরে সংগৃহীত ৩৯ টাকাই উদ্ধৃত রহিয়াছে। মৃত মহাশয়ের জিহ্ন প্রোত্ত করিবার [redacted] অধ্যাপক ঐযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের উপর তার অর্পিত হইয়াছিল। একজন ক্রিয়াকরকৈ তৈলচিত্র প্রেরিত করিতে দেওয়া হইয়াছিল। হস্তের বিষয়, চিত্রকর মহাশয় [redacted] তৈলচিত্র প্রেরিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা মনোনীত হয় নাই। উহা সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে।

(ঠ) বেলকু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে প্রতিশ্রুত টাকার মধ্যে পূর্ববৎসরে সংগৃহীত ৬৫ টাকাই উদ্ধৃত রহিয়াছে। কোন আয় আলোচ্য স্বয়ং হয় নাই।

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষেও করিতে পারা যায় নাই।

অনেক হিঠৈষী সদস্য ইহাদের কাহারও কাহারও চিত্র প্রতিকার জন্ত পরিবর্তক সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া একটু চেষ্টা করিলেই চিত্র বা কোনরূপ কার্যদ্বারা ইহাদের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে।

(ক) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (খ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, (গ) রায় রাধেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী বাহাদুর, (ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী, (ঙ) ব্রজবাবু উপাধ্যায়, (চ) ডাঃ রাধাপোষিন্দ্র কর, (ছ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (জ) নীলরতন সুখোপাধ্যায়, (ঝ) হরিশচন্দ্র তর্করত্ন, (ঞ) প্রাণনাথ মজ, (ট) চাকচন্দ্র ঘোষ, (ঠ) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, (ড) রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, (ঢ) অম্বিনীকুমার মজ, (ণ) ললিতচন্দ্র ঘিষ, (ত) স্ত্রী আশুতোষ চৌধুরী, (থ) গিরীজমোহিনী দাসী, (দ) মহামহোপাধ্যায় যাদবেন্দ্র তর্করত্ন, (ধ) বিজয়নাথ ঠাকুর, (ন) মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, (প) মহারাজ জগদ্বিজনাথ রায় বাহাদুর, (ক) দামোদর সুখোপাধ্যায়।

নিয়মাবলী পরিবর্তন

আলোচ্য বর্ষে তৃতীয় (২ই আশ্বিন) ও পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (১৯এ অগ্রহায়ণ) কতকগুলি নিয়মাবলী পরিবর্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়াছে। নিম্নে সেগুলি লিপিবদ্ধ হইল। ১৫শ নিয়মটি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের প্রথম হইতে প্রযুক্ত হইবে এবং অপরগুলি যে যে অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে, সেই অধিবেশনের দিন হইতে কার্যকরী হইবে—ইহা কার্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

২য় নিয়ম—বাহারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্ত এককালে অমূল্য ২৫০ টাকা পরিবর্তক দান করিবেন, কার্যনির্বাহক-সমিতি তাহা গ্রহণ করিলে, তাঁহারা পরিষদের আজীবন-সদস্য গণ্য হইবেন।

১৫শ নিয়ম—প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১ টাকা দিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক ১২ টাকা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক অন্তুন ৬ ছয় টাকা টাঙ্গা দিতে হইবে।

১৬শ নিয়মের—“সাধারণ-সদস্য-প্রবেশিত হইবেন” এই কথাই পরবর্তী অংশ উঠিয়া যাইবে।

১৭শ নিয়মের নূতন নিয়ম,—

১৬(ক)—যে [] অমূল্য ছয় মাস কাল সদস্য-প্রবেশিত হইবেন এবং [] ছয় মাস কাল কাঁচা না হইবেন, তিনি কোন নির্দ্ধারনে ভোট দিতে পারিবেন না।

২৭শ নিয়মের পরিবর্তে এই নূতন নিয়ম বলিবে—

২৭। [] ভোটে ভাগিবে যে সদস্যের টাঙ্গা [] মাস বা কী পড়া দৃষ্ট হইবে, তিনি পরবর্তী [] কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না, কিংবা কোন কার্যপ্রকল্পকে নির্দ্ধারিত হইতে পারিবেন না।

২৭ (ক)। ১৯১১ চতুর্থ তারিখে যে সভাস্থল চাহা নয় মাস বাকী পড়া হইবে, তিনি পরবর্তী বৎসরের কক্ষাধ্যক্ষ নিয়োগ এবং কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যানিরোগ [] ভোট দিতে পারিবেন না।

২৭ (খ)। ১৬ (১) ও ২৭ (ক) নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সম্পাদক ১৫ই চৈত্রের মধ্যে ভোটারদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া নোটিশ-বোর্ডে বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্তি পর্যন্ত টাঙাইয়া রাখিবেন। [] কোন সভ্য এই ভোটারের তালিকার নকল লইতে পারিবেন।

৩০এ ১ম পর্যন্ত এই তালিকার কোন ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইলে এবং তাহা সম্পাদকের গোচর করিলে তিনি তাহার সংশোধন করিবেন। তৎপরে এই তালিকা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩২শ নিয়মের ২১ স্থলে ১০ হইবে, সহকারী সম্পাদক ৬ স্থলে ৪ হইবে এবং “দ্রষ্টব্য” অংশে উদ্ভূত হইবে।

■ (ক) নিয়মের ১২শ পঙ্ক্তির “হইবে” এই কথাটির পর নিম্নোক্ত তিনটি নূতন নিয়ম বসিবে,—

৬০ (খ)। ভোটারের তালিকাভুক্ত উপস্থিত প্রত্যেক সভ্যকে সেই দিনকার সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত এক একখানি বালটপত্র হেওয়া হইবে এবং তিনি তাহা পূরণ করিয়া স্বহস্তে সভাপতির সমুখস্থ কোন একটা ব্যালট বাজে রাখিবেন। ভোট দিবার সময় কোন সভ্য ভোটারপ্রতীভুক্ত কি না, এ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে সভাপতি তাহার মীমাংসা করিবেন [] সে মীমাংসা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬১ (গ)। অতঃপর ভোট গণনার লক্ষ সভাপতি এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ভোট-পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন এবং তিনি বা তাঁহারা ভোট গণনা করিয়া গণনা-ফল সভাপতির গোচর করিবেন। ভোট গণনায় পদ্ধতিগত ভ্রম অথবা তাহার নিকট কতিপয় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং কোনরূপ আপত্তির বিষয় থাকিলে তৎক্ষণাৎ সভাপতির গোচর করিবেন। এই আপত্তি সম্বন্ধে সভাপতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৩ (ক) নিয়মের শেষ ৪ পঙ্ক্তি (“এইরূপে” হইতে “হইবে” পর্যন্ত) ৬৩ (ক) নিয়মরূপে গণ্য হইবে।

৬৩ (গ)। বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি যে ব্যক্তিকে যে কর্মসাধ্যের পক্ষে নির্বাচিত [] ঘোষণা করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন সভ্য তাহার প্রতিকার করিতে সক্ষম হইবেন না।

৬৬ (ক) দ্বারায় ৬ষ্ঠ পঙ্ক্তির “সম্মান” স্থলে “বঙ্গ নিমেষ” হইবে এবং ১৩শ পঙ্ক্তির “পরে সভ্যবিশেষের নিকট” অংশ হইতে ১৫শ পঙ্ক্তির “করিবেন” পদের [] এইরূপ বসিবে,—

“পরে সম্পাদকের সমুখে এই ভোট-প্রতীক্ষকগণ-ভোটের লক্ষটি গণনা করিয়া, [] সনাক্ত করিবেন।”

কেন অত্যাধিক নাম সাফাইয়া, কে — ভোট পাইয়াছেন, তাহা নির্দেশ করিয়া, নিজ নিজ নাম স্বাক্ষরে ভোটসংক্রান্ত বাস্তবীয় কাগজ-পত্রাদি বাজে তাহা বন্ধ ও শিল মোহর করিয়া বাহ্যিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্য সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিবেন। বাহ্যিক অধিবেশনের সভাপতির সম্মুখে সম্পাদক এই বাজ্ঞা পুণিবেন এবং যে ২০ জন অধিক ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া সভাপতি বিজ্ঞাপিত করিবেন।”

৩৬ (ক) নিয়মের শেষে এইরূপ যোগ হইবে,—

“বাহ্যিক অধিবেশনে সভাপতি যে ২০ জন ব্যক্তিকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।”

৩৭ (ক) নিয়মের শেষে এইরূপ যোগ হইবে,—

“কিন্তু কেহ কোন প্রস্তাব পাঠাইলে তাহা সম্পাদক কার্যনির্বাহক-সমিতির আগামী বা তৎপরবর্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং কার্যনির্বাহক-সমিতির মন্তব্য বর্ণনাসম্পন্ন শীঘ্র প্রস্তাববর্তীকে গোচর করিবেন।”

৩৮ (খ) নিয়মের “উপস্থিত সময়ের মধ্যে” স্থলে “আগামী বা তাহার পরবর্তী” হইবে।

৩৯ (খ) নিয়মের “২০” স্থলে “৩৫” হইবে এবং “যথোপযুক্ত দিনে” স্থলে “তুই মাস মধ্যে” হইবে।

৪০ নিম্ন নিম্নোক্তরূপ হইবে,—

“সম্পাদক কার্যনির্বাহক-সমিতির বিচারের জন্য প্রেরিত পত্রাদি কার্যনির্বাহক-সমিতির সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন মতন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এক্ষণে-পরিষদের নিম্নলিখিত স্থান-সমূহে শাখা রহিয়াছে,—(ক) রঙ্গপুর, (খ) গৌহাটী, (গ) চট্টগ্রাম, (ঘ) ত্রিপুরা, (ঙ) বরিশাল, (চ) ককনগর, (ছ) উত্তরপাড়া, (জ) বর্ধমান, (ঝ) কালনা, (ঞ) মেদিনীপুর, (ট) ভাগলপুর, (ঠ) কাশী, (ড) বীরগাঁও, (ণ) দিল্লী এবং (ত) কটক। কিছুদিন পূর্বে বঙ্গের নিম্নলিখিত জেলাগুলিতেও পরিষদের শাখা ছিল,—(ক) বহরমপুর, (খ) ময়মনসিংহ, (গ) রাজশাহী, (ঘ) বাঁকুড়া ■ (ঙ) মানস্কুমা। বর্ধমান শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, কাশী, চট্টগ্রাম ■ ককনগর শাখার কার্যকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য শাখাগুলির বিশেষ কোন লাভাই পাওয়া যায় না। বঙ্গের বাহিরে বিত্তীয়-শাখার আদর্শ রহিয়াছে, কিন্তু তথায় বিশেষ কিছু কার্য ■ কি না, তাহা-কোনোভাবে প্রমাণিত হয় না। এই সকল শাখা, প্রবাসী বাঙালীর আত্মজীবন-কলমেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আশা করা যায়, তাঁহারা ভবিষ্যতে শাখাগুলিকে বঙ্গের জীবিত প্রাণের বাঙালীর কীর্তি-বজায় রাখিবেন। বঙ্গদেশের শাখাগুলির নীরবতার

কারণ অনুসন্ধান করিয়া সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়াছে। আগামী বর্ষের কথ্যানকাহক-সমিতি এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন, আশা করি।

ছাত্র-সভা

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভাসংগের তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই তিন অধিবেশনে ছাত্র-সভাসংগকে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত একেজনাথ দাস ঘোষ, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিন্দ্যাভূষণ এবং ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ষারকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশে নিরলিখিত সাহিত্যিক অনুসন্ধান কার্য্য করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের আলোচনা উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষারম্ভে ৩৫ জন ছাত্র সভা ছিলা। বর্ষশেষে এই সংখ্যা ৫৯ হইয়াছে।

ছাত্র-সভা	বিবরণ	অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত অননুসুমার রায়	পদার্থবিদ্যা	শ্রীযুক্ত ষারকানাথ মুখোপাধ্যায়।
„ নীরজভূষণ ঘোষ	বাঙ্গালী সাহিত্য	„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
„ সুধাংশুকুমার বসু	■	„ রমেশ বসু
		„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ প্রফুল্লভূষণ মিত্র	প্রাচীনবিজ্ঞান ও পণিত জ্যোতিষ	■ ডাঃ একেজনাথ দাস ঘোষ
„ বিদ্যাপতি ঘোষ	{ মুরলিদাসবাদের রেশমের ব্যবসা	
„ প্রিয়জ্ঞাপ্রসন্ন সিংহ		

পরিষৎ মন্দির সংস্কার

বিগত বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে জানান হইয়াছিল যে, পরিষৎ মন্দিরের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপভাবে এই মন্দিরের সেরাসেতের কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত মনমথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কর ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়গণ পৃথক পৃথকভাবে মন্দির পরীক্ষা করেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার মন্দির দেখিয়া, ইহার কোন কোন আংশকাজনক স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নুতন করিয়া ■■■ করিবার আদেশ দেন। অতঃপর কার্য্যনির্বাহক-সমিতি ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ ■ ■ ■ সম্পাদক মহাশয়কে “এরিক্স ইন্দির সেরাসেতের অবস্থা করিবার ভার্য্যপন করেন। পরে শ্রীযুক্ত মনমথনাথ মুখোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়কেও এই সমিতিতে লওয়া হয়। আলোচনার পর এরিক্স ইন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে সেরাসেত করিবার ■■■ গৃহীত হয়।

যেরামতের জন্য যে সকল এন্টিমেট পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি বিচার করিয়া, ইংলান্ড পূর্বে পরিবর্তন মন্দির একবার যেরামত করিয়াছিলেন এবং ইংলান্ড রমেশ-জীবন নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই ঐযুক্ত কে, সি, বোম এণ্ড কোম্পানী কন্ট্রোল্লিংয়ের ১১৫১৪৮০ টাকার এন্টিমেট গৃহীত হয় ও কার্য্যপ্রাপ্তির পর তিন মাসমধ্যে কার্য্য শেষ করিয়া দিনার সর্ব্বোত্তীর্ণগতকৈ কার্য্যভার দেওয়া হয়। গত ২৬শে চৈত্র তারিখে তাঁচাদিগকে কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছে।

কন্ট্রোল্লিংগতকৈ যেরামতের কার্য্য করিবার আদেশ দ্বারা এই পূর্বে হইতে এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী আর্থের ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কর্তৃপক্ষকে বিশেষরূপে চিন্তাভিত্তি হইতে হইয়াছিল। বিগত বর্ষে সাধারণ-সদস্যগণের সম্মতিক্রমে পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে ২৫০০/- ধার করিয়া, এই কার্য্য আরম্ভ করা হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেনও অবশিষ্ট টাকার ব্যবস্থা এবং এই ধার শোধের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষের চৈত্রমাস মধ্যে হয় নাই। তৎপূর্বে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে কতিপয় উৎসাহী সদস্য মানাস্থানে অর্থ ভিক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট ও কলিকাতা করপোরেশনের সহিত এ সম্বন্ধে পত্রব্যবহার হয়। তৎপরে সৌভাগ্যের বিষয় কলিকাতা করপোরেশন পরিষৎকে ২৫০০০/- দান করেন। এই টাকা পাইয়াই পরিষৎ ইংলান্ড মন্দির হস্তা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। পরিষৎ এই মহৎ দানের জন্য করপোরেশনের মিকট কমিটি ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে। পারস্যে এক্ষণে ভরসা করেন যে, পরিষদের মন্দির যেরামত ও ইংলান্ড পুস্তকালয়ের অধার নির্মাণ প্রকৃতি কার্য্য এত অগ্রে হইয়া যুগসম্পন্ন হইবে। এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, করপোরেশন হইতে এই দানপ্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত সজ্জন বহুগণ পরিষৎকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন,— ইন্ড-যৌক্তমোহন গেন গুপ্ত, ঐযুক্ত কে, সি, সুবাসী, ঐযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, মোকদী হাওদা হোসেন, ঐযুক্ত বরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আবদুল গফ্ফার, সিংগী, ঐযুক্ত বাবানসী-বাসী মুখোপাধ্যায় এবং ঐযুক্ত তারকনাথ মিত্র। ইহাদিগকে পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই কয় সংখ্যা পত্রিকার জ্ঞেয়ভেদে যে কুড়িটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি সমস্তই সাহিত্যাদি চারি ভাষা-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। নিম্নে জ্ঞেয়ভেদে প্রবন্ধগুলির নাম ও তাহাদের লেখকগণের নাম লিখিত হইল।

প্রাচীন সাহিত্য—১। দীন চৌধুরী—ঐযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম ■ মহাশয়-
লিখিত।

পুস্তক ও প্রাচীন পুথির বিবরণ—১। লৈয়দ আলিওলের প্রহাবলীর কালনির্ণয়—লেখক মোলভী মুহম্মদ শীহরাত্, এম এ, বি এল্, ২। ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা—লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী কল্লমঙ্গলনিশানর এবং শ্রীযুক্ত বিশেষর ভট্টাচার্য্য বি এ; ৩। হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী—লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুশীলকুমার বে এম এ, বি এল, ডি লিট্।

ভাষাতত্ত্ব—১। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের বাংলা—লেখক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্; ২। প্রাচীন ভারতীয় আখ্যাত্তার গদ্যের ভঙ্গী—লেখক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ; ৩। বাঙলায় নারীর ভাষা—লেখক ঐ।

প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব—১। গ্রাম্য শব্দসঙ্কলন—লেখক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্, ২। শব্দ সংগ্রহ—মোস্তাফা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকীন আহমদ।

ইতিহাস—১। প্রথম মসীপালদেবের রাজত্বকাল—লেখক শ্রীযুক্ত নগিনীনাথ দাশ গুপ্ত এম এ, ২। বাঙ্গালী ভাষায় আগামের ইতিহাস—লেখক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভূঞা এম এ, বি এল, ৩। বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন?—লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই; ৪। বৌদ্ধ জ্ঞানেশ্বর ডাকিনী ■ যোগিনীদিগের কথা—লেখক শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

জীবনী—১। ৬ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

দর্শন—১। প্রমাণ - লেখক শ্রীযুক্ত হরিনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল;

বিজ্ঞান—১। ক্ষুদ্র যন্ত্রদ্বারা কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার এক সহজ উপায়—লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এন্স সি, এক জেড এস।

জীব-বিজ্ঞান—১। রোমাণিগের প্রাণীবিভাগ—লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এন্স সি, এক জেড এস।

বাণিজ্যতত্ত্ব—১। কল্যাণ ব্যবসারের অধ্যাপন ও তাহার প্রতিকার—লেখক শ্রীযুক্ত কিরণকুমার সেন গুপ্ত এম এ, এম এন্স সি।

জ্যোতিষ—১। ব্রহ্মাণ্ড সসীম, কি অসীম—লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার নিমিলরঞ্জন সেন এম এ, পি-এচ ডি; ২। জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈবাহ্য—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

এই সকল প্রবন্ধ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষের পত্রিকায় বিগত বর্ষের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই শব্দশূচী পত্রিকাখণ্ড মহাশয় স্বাধ্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া রাখাছেন। তৎসমস্ত তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্থ'।

হাপাখানা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে হাপাখানা-সমিতির কর্তৃত্বাধীনে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ত্রয়ত্রিংশ ভাগের চারি সংখ্যার ৩১০ কবিতা, মানিক, বিশেষ ■ সাংস্কৃতিক কার্যবিবরণ ৫৬ কবিতা

■ পেন্সন * পরিচালনা হুটী ১ কর্মী এবং বিজ্ঞাপন, মলাট প্রস্তুতি ৫ কর্মী ছাপা হইয়াছে ।
এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নিম্নলিখিতরূপে কর্মী ছাপা হইয়াছে ।—

১। পদকল্পতরু, ৪র্থ খণ্ড ৫ কর্মী (২৮—৩২), ২। ভাষ্যভাষ্য, ৪র্থ খণ্ড ২৪ কর্মী (২৬—৪৭ মূল, হুটী ২, মলাট ও টাইটেল), ৩। সংকীর্ণনামৃত ■ কর্মী (৬—১), ৪। ঐক্য-মঙ্গল ভূমিকা, হুটী, মলাট প্রস্তুতিতে ২১০ কর্মী, ৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ ৮ কর্মী (১৫-২২), ৬। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ২৬৫০ কর্মী, ৭। কোলমার্গ-রহস্য ■ কর্মী (৫—১)—মোট ■ কর্মী । ইহার মধ্যে ১। ভাষ্যভাষ্য ৪র্থ খণ্ড, ২। ঐক্য-মঙ্গল, ৩। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস এবং ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ,—এই চারিখানি বই আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে ।

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির ৩টি অধিবেশন হইয়াছিল এবং বিজ্ঞাপন-পত্র দ্বারা সভ্যগণের মতামত জানিয়া ছইবার অধিবেশনের কার্য সমাধা করা হইয়াছিল । সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন ।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত চারিখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে,—

- (ক) ভাষ্যভাষ্য ৪র্থ খণ্ড—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত ।
- (খ) ঐক্য-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত ।
- (গ) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এম এ এম ডি ।
- (ঘ) প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা—

শ্রীযুক্ত বঙ্গবন্ধু রায় বিদ্যাসাগর ও শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত ।

নিম্নোক্ত তিনখানি গ্রন্থের মুদ্রণকার্য পরিচালিত হইয়াছে,—

- (ক) পদকল্পতরু ৪র্থ খণ্ড —শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র রায় এম এ এম ডি ।
- (খ) সংকীর্ণনামৃত— শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত ।
- (গ) কোলমার্গ-রহস্য — ৮ সত্যীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ-সম্পাদিত ।

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে মহাসভারতের আদিপত্রের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ■■■■■ হইয়াছে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় ইহার মুদ্রণকার্য আরম্ভ হইয়াছে । শ্রীযুক্ত ব্রজেনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত “রসায়ন” নামক গ্রন্থের মূল ■■■■■ বৈজ্ঞানিক-পরিভাষার পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতকার্য কিছুই অগ্রসর ■■■■■ নাই ।

* ৩১শ বার্ষিক বার্ষিক	বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ	৫ কর্মী ২ পেন্সন,
৩২শ ” ”	” ”	১২ কর্মী,
৩৩শ বার্ষিক কার্যবিবরণ		৬ কর্মী,
৩৪শ ” ”		৫ কর্মী ৪ পেন্সন
৩৫শ বার্ষিক বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ		৬ কর্মী ৪ পেন্সন

} ৩৬ কর্মী ২ পেন্সন ।

আর-বায়

আলোচ্য বর্ষে বকীস-সাহিত্য-পরিষদের সর্বসমেত আয় ৪০৭২০৬/৩ টাকা এবং ব্যয় ২৫৫২৬৬/৯ টাকা হইয়াছে।

পূর্ব বৎসরের সাধারণ-তহবিলের উদ্ধৃত ছিল ১৪০৮/৭, উহাতে বর্তমান বর্ষের আয় যোগ ■ ব্যয় বাদ দিয়া বর্ষশেষে সাধারণ-তহবিলের ১৫৬৩৪১/১ টাকা এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ২৬৩০৬/৯ টাকা—সর্বসমেত পরিষদের ৪২২৪০৮/১০ টাকা উদ্ধৃত দেখান হইয়াছে। ইহার বিবৃত বিবরণ সদস্তগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বজেটে মৃত চাঁদা সংগ্রহ না হওয়ায় পুজার ■ পাওনাদারগণের বিলের টাকা মিটাইবার জন্য বাধ্য হইয়া কার্য-নির্বাহক-সমিতি ১৫০০ টাকা হাওলাত গ্রহণ করিয়াছেন। বকেট অপেক্ষা ১২৮৭ টাকা চাঁদা আদায় কম হইয়াছে। ১৮ জন সদস্তের চাঁদা বহরিন হইতে অনাদায় থাকায় কার্য-নির্বাহক-সমিতি তাঁহাদিগকে সদস্তের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। এই সকল ■ ১৪,৫৪৬৬/৯ চাঁদা বাকী ছিল। এক্ষাতীত মৃত সদস্তগণের বাকী চাঁদার পরিমাণ ১৬৬৯০ টাকা। বর্ষান্তে ১৫,১৯২৬৬/৯ সকল সদস্তের দাঁদা বাকী ছিল। তাঁহাদের বর্তমান বর্ষের দেয় চাঁদার পরিমাণ ৯৪৮০। উক্ত বাকী চাঁদা (১৫, ১৯২৬৬) এবং বর্তমান বর্ষের দেয় চাঁদা ৯৪৮০ যোগ করিলে বর্ষশেষে সদস্তগণের নিকট ২৪,৬৭২৬৬/৯ টাকা চাঁদা প্রাপ্য হয়। তদ্ব্যতীত ৪৪৬৩০ আদায় হইয়াছে এবং ১৪,৮১৩৬/৯ টাকা অনাদায় থাকায় উহা প্রাপ্য চাঁদার তালিকা হইতে বাধ্য হইয়া বাদ দিতে হইয়াছে। এক্ষণে বর্ষশেষে যে ৪৩৯৬৯০ টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে, উহা বর্তমান সদস্তগণের নিকট আদায়ের সম্ভাবনা আছে।

কার্য-নির্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে সদস্তগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যদাপি অগ্রগ্রহ করিয়া তাঁহাদের আপন আপন বকেয়া ■ হাল চাঁদা বর্ষমধ্যে পরিশোধ করিবাত ব্যয়স্থা করেন, তাহা হইলে চাঁদা আদায় পাতে বহু অর্থ আদায় হইতে পারে এবং ■ সঙ্গে দেনার পরিমাণ কমিয়া গিয়া পরিষদের আরও কার্য সম্পাদনে বিশেষ সহায়তা লাভ হয়। সদস্তগণ বিশেষভাবেই অবগত আছেন যে, পরিষদের হাটী ধনভাণ্ডারে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় সদস্তগণের বার্ষিক দেয় চাঁদার উপর নির্ভর করিয়াই পরিষদের যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। বর্ষান্তে চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা বুঝিয়া বজেট প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু বর্ষশেষে বজেট অনুযায়ী আয় না হইলে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—যদিও বর্ষমধ্যে একবার বকেট সংশোধিত হয়। ■ সদস্যগণের নিকট আদায় সাধনের আর্থনা অনানুষ্ঠানিক, যেন তাঁহারা নিজ নিজ দেয় চাঁদা বর্ষান্তেই শোধ করিয়া দেন।

অণুশোধ—বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার হইতে সাধারণ-তহবিলে পূর্ব পূর্ব বৎসর যে সকল অণু গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা বর্তমান বর্ষে পরিশোধ হইয়াছে। যথাপন্থক অর্থ সংগ্রহ না হওয়ায় মাত্র পরিষদের সাধারণ স্থায়ী তহবিলের ৪৬২০। হাওলাত রহিয়া গেল। তিনটি বিশিষ্ট ভাণ্ডারের যে ২৬৮৬৬/৯ (১। লালসোলা প্রত্ন-প্রত্নাংশ তহবিল ১২০৬৬/৯, ২। বাইবেল দ্রুতদান

সত্তা প্রতিষ্ঠা ১৩৮১ এবং ৩। হুংহু-সাহিত্যিক ভাণ্ডার—১। ১৩ মোট (৬৮৮৮০) টাকা ধণে রাখা হইয়াছে, তাহা ধণ নহে। কারণ, সেই সেই ভাণ্ডারের কাগ্য-পরিচালনের জন্য ঐ টাকা সাধারণ-তহবিলে আদানত দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণ হুংহু-তহবিলের ৪৬২৮০ কণ শোধ করিতে পারিলেই এবং পূর্বের ও বর্তমানের চলিত কাজের বাজার-ধেনা ■ ব্যক্তিগত হাওগাত ১২৬২১০ মোট ১৫৮১১০ শোধ করিতে পারিলে পরিষৎ গণমুক্ত হইতে পারেন।

গণপরিষাদের জন্য বর্তমান বর্ষে ৫০৭৭ আদায় হইয়াছে। পূর্ববর্ষে ও বর্তমান বর্ষে এই জন্য মোট ৬৭৮৭ সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাদের চেঁচায় ■ অল্পাংশ পরিষদে এই টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাঙ্গিকে এবং পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, বাঁহারা গণ-পরিষোধ-তহবিলে দান করিয়াছেন, তাহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। গণ-পরিষোধ-সমিতির সভ্য-গণের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, তাহারা আর একবার উঠিয়া পত্নীরা লাগিয়া পরিষদের বাকী ধণের টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষৎকে গণমুক্ত করুন।

পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক জীবন্ত অনাথনাথ বোয় এবং রায় বাহাদুর জীবন্ত ময়নাথ গুপ্ত মহাশয়কে অত্যন্ত পরিষদ করিয়া পরিষদের যাবতীয় হিসাব পুছানুপুছরূপে পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত হিসাব-পরীক্ষক জীবন্ত অনাথ বাবু এক মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাও সন্তোষের অবগতির জন্য প্রেরিত হইয়াছে। তাহারা পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ-ভাজন।

আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির ৫টি অধিবেশন হইয়াছিল।

পরিষদের আয়-সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি কথা নিবেদন করা বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইতেছে। দলপ্রভৃতির নিয়মানুসারে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সভার টাঙ্গা বার্ষিক ১২-ও মফঃস্বলবাসী ■ টাঙ্গা ৬-বাঁহা হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের অল্পবাসী সকলেই পরিষদের হিতৈষী, তাহা আমরা অবগত আছি। এক্ষণে বাঁহারা এখনও পরিষদের সভ্যগণ গ্রহণ ■ নাই, তাহাঙ্গিকে সন্তোষ গ্রহণে অনুরোধ জানাইতেছি। পরিষদের কতিপয় সদস্য বার্ষিক ৩, ৪-ও ৫-হিসাবে টাঙ্গা দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে এই অল্পাংশে টাঙ্গা দিতে পারেন, এক্ষণে বাঁহী ও বঙ্গের বঙ্গপুত্রের অভাব নাই। পরিষদের এই আবেদন তাহাদের নিকট এই সুযোগে জানাইতেছি।

পূর্বের আজীবন-সভ্যগণের একতালীন টাঙ্গা ৫০০ নির্ধারিত ছিল। এক্ষণে সাধারণের হুঁসিয়ার জন্য ২৪০ দিয়া আজীবন-সভ্যগণগ্রহণের নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। পরিষৎ আশা ■ যে, বঙ্গবাসীর গৃহগোবক ধনিসম্প্রদায় এই প্রণীত সভ্যগণ গ্রহণ করিয়া পরিষদের বল বৃদ্ধি করিবেন।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ-সভ্যগণের টাঙ্গা, প্রযুক্তি ও মিউনিসিপালিটির বার্ষিক দান এবং

কোম্পানীর কাগজের ছন্দ ব্যতীত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের জন্য কতকগুলি দান পাওয়া গিয়াছিল।
পরিষৎ এই সকল টাঙ্গান্যভূগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

- (ক) পরিষৎ মন্দির সেরামত ও পুস্তকালয় সংরক্ষণের জন্য দান।
 - (খ) পরিষদের গ্রন্থ পরিশোধের জন্য দান।
 - (গ) গ্রন্থ প্রকাশার্থ দান।
 - (ঘ) পুস্তক খরচের জন্য দান।
 - (ঙ) সাধারণ-তহবিলে দান।
 - (চ) পত্রিকার মলাট মুদ্রণের জন্য দান।
 - (ছ) মাসিক ল্যান্টার্ন পরিষদের জন্য দান।
 - (জ) কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণকে সংবর্জন্যর জন্য দান।
- পরিষিতে টাঙ্গান্য পরিমাণ ও ভূগণের নাম প্রদত্ত হইল।

দ্রঃ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারের স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় আলোচ্য বর্ষে “মাধুর-কথা” নামক পরিমলগ্রন্থ মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থের বিক্রয়লাভ অর্থ দ্রঃ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে জমা হইবে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর কাগজের ছন্দ ■ পূর্ব পূর্ব বৎসরে সদন্তগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলির বিক্রয় দ্বারা ৭১০০ আয় হইয়াছিল। এই অর্থ হইতে কার্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিজ্যানিধি মহাশয়ের দ্রঃ-কত্বে মাসিক সাহায্য দেওয়ার পর বর্ষশেষে ২০৮৪৩ এই ভাণ্ডারে উত্তৃত রহিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে তাঁহাকে ৬০ এবং তিনি গত বৎসর কলিকাতার না থাকায় সেই বৎসরের তাঁহার প্রাপ্য বাকী ২৪ আলোচ্য বর্ষে দেওয়া হয়। তিনি আলোচ্য বর্ষে সর্বশেষে ৮৪ পাইয়াছেন।

ঐতিহাসিক অগ্রসন্ধান

১ অধরচক্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ১০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজের ■ বর্ষশেষে এই ভাণ্ডারে ১১২৫ উত্তৃত হইয়াছে। এই অর্থের দ্বারা ঐতিহাসিক অগ্রসন্ধানের কোন কার্যই আলোচ্য বর্ষে হয় নাই।

পরিষৎ মন্দির ব্যবহার

আলোচ্য বর্ষে নিউ ইণ্ডিয়ান ■ কর্তৃপক্ষকে পরিষদের মন্দির-ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

পদক ও পুরস্কার

পূর্ব পূর্ব বৎসরে বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও পদকের অস্ত্র নির্বাচিত বিষয়ে আশঙ্কিত প্রকল্প পাওয়া বাইতেছিল না। এই ■ কার্যনির্বাহক-সমিতি প্রবন্ধগুলির বিষয় পুনর্বিবেচনা করিবার ■ নিম্নলিখিত সদন্তগণকে লইয়া একটি সাধা-সমিতি গঠন করিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত ডাঃ হুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানরত্ন এবং সম্পাদক । ই হারা যে ভাবে প্রবন্ধ নির্বাচন করিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল । আলোচ্য বর্ষে রায় শ্রীযুক্ত অধিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বাহাচুর একটি সুবর্ণ-পদক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ এটর্নি মহাশয় একটি সুবর্ণ-পদক দান করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানরত্ন মহাশয় ৫০ টাকায় একটি পুস্তক দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া অগ্রিম ৫ দিয়াছেন ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কোন অধিবেশন হয় নাই । পাণ্ডাবাসিনীগণ পাণ্ডায় অষ্টাদশ অধিবেশন আয়োজন করিয়াছিলেন । কিন্তু হুনীয অস্ত্রবিপ্লবের জন্য পাণ্ডাবাসিনীগণ এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন নাই বলিয়া আলোচ্য বর্ষে পাণ্ডায় অধিবেশন হয় নাই । আগামী বর্ষে পাণ্ডায় অধিবেশন হইবে কি না, তাহা এখনও স্থির হয় নাই ।

গত রাধানগর অধিবেশনের মস্তবাহুযায়ী জগলী উত্তরপাড়া জগলী জেলা ঐতিহাসিক-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন । কলীয়-সাহিত্য-পরিষদের উত্তরপাড়া-শাখার চেটায় এই অধিবেশন হইয়াছিল । এই অধিবেশনের সময় একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল ।

উপসংহার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিগত বর্ষের কার্যবিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল । বিগত ত্রিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণের উপসংহারে আমরা জানাইয়াছিলাম যে, “পরিষদের হিতৈষী কর্মসূচির চেটা ■ উচ্চ পরিষদকে গুরুত্ব করিবার জন্য এবং পরিষদ মন্দিরের রীতিমত সংস্কার সাধনের ■ কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল ।” আলোচ্য বর্ষেও এই কথাই পুনরুক্তি করিতেছি । এবং আশঙ্কের সহিত জানাইতেছি যে, পরিষদের স্থায়ী তহবিল ব্যতীত অন্যান্য গচ্ছিত তহবিলের ■ শোধ হইয়াছে এবং মন্দির সংস্কারেরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্তু সংস্কার সহিত জানাইতে হইতেছে যে, সাধারণ-ভাষারের আর আশঙ্কন না হওয়ায় স্থায়ী-তহবিল হইতে এবারেও হাওলাত লইতে হইয়াছে ।

একটি কথা এই বলে কিশেব করিয়া পরিষদের হিতৈষী ■ বঙ্গপুণের অবপতির জন্য জানাইতেছি । পরিষদের ■ শোধের ■ এবং পরিষদ মন্দির সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেটায় পরিষদের সভাপতি মহাশয় বেক্রম অরুণ ■ ও বার্ষিক পরিষদ করিয়াছেন, তাহা পরিষদের সভাপতির ও বিশেষভাবে ইহার কর্মসূচির অঙ্গকরণীয় । ইহা নিঃসন্দেহিত ■ যাইতে পারে যে, একমাত্র তাঁহারই চেটায় ■ প্রেরণায় পরিষদের পরিচালকগণ পুঙ্খ-লিখিত গণপোধে ■ মন্দির সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছেন । তাঁহার নিকট আমাদের বৎ অপরিশোধ্য ।

আর একটি বিষয় না জানাইলে এই উপসংহার অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। পরিষদের কার্য পরিচালনের জন্য যে সকল কর্মাধ্যক্ষ, শাখা-সমিতিগুলির আহ্বানকারিগণ এবং কোন কর্মাধ্যক্ষপদে না থাকিয়াও যে সকল সদস্যর সহিত সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকটই সম্পাদক এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। সম্পাদককে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি, লাহন, অস্থিবিধা অবস্থার দিয়া পরিষদের কার্যসম্পূর্ণ কার্য সাধন করিতে হইয়াছে; তজ্জন্য নানা বিষয়ে ক্রটিবিচ্যুতি ঘটয়াছে। সম্পাদক এই বিশেষ স্মরণিত।

পরিশেষে, যে সকল সদস্যর উদ্যমচেতা দাতা পরিষদকে বিবিধ প্রকারে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

নানা কারণে এই বার্ষিক অধিবেশন এত বিলম্বে আহ্বান করিতে কার্যনির্বাহক-সমিতি বাধ্য হইয়াছেন। তজ্জন্য সমিতির পক্ষ হইতে সম্পাদক সদস্যগণের নিকট ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন। বর্তমান বর্ষের অধিক প্রায় গন্ত হইল; সম্পাদক আশা যে, এই বৎসরের অপরাধ কালে নূতন উৎসাহী কর্মীগণের চেষ্টায় পরিষদের অস্তিত্বের আবশ্যকতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ৭ই আশ্বিন।

}

কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাকৃষ্ণ

সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাপ্তাহিক পত্রাদি

দৈনিক

১। Amrita Bazar Patrika, ২। The Bengalee, ৩। The Calcutta Exchange Gazette, ৪। The Englishman *, ৫। The Forward, ৬। The Statesman *, ৭। আনন্দ-বাজার পত্রিকা।

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette, ২। The Calcutta Municipal Gazette, ৩। East Bengal Times, ৪। Indian Messenger, ৫। The Mussalman, ৬। Navavidhan, ৮। The Telegraph, ৯। আত্মশক্তি, ১০। আর্থিকর্ত, ১১। এড্-বেশন গেজেট, ১২। খাদেম, ১৩। খুলনা-বাসী, ১৪। গোড়ীয়া, ১৫। চাকমিহির, ১৬। চুঁচুড়া-বার্তাবহ, ১৭। জনযত, ১৮। চাকা-প্রকাশ, ১৯। ত্রিভোক্তা, ২০। নবযুগ, ২১। নাচঘর, ২২। পল্লীবাসী, ২৩। ফরিদপুর-হিটৈতধী, ২৪। বলবাসী, ২৫। বঙ্গ-রত্ন, ২৬। বার্তা, ২৭। বীরভূম-বার্তা, ২৮। বিশ্ববার্তা (হিন্দী), ২৯। যুক্তি, ৩০। মেদিনীপুর-হিটৈতধী, ৩১। মোহাম্মদী, ৩২। শক্তি, ৩৩। শিশির, ৩৪। সচিত্র শিশির, ৩৫। মঙ্গল, ৩৬। সঞ্জীবনী, ৩৭। সময়, ৩৮। সুরাজ, ৩৯। স্বাধীন শাসন, ৪০। হিতবাদী, ৪১। হিন্দু।

মাসিক

১। ভক্ত-কৌমুদী, ২। ধর্মতত্ত্ব, ৩। সন্নিধানী।

ত্রিমাসিক

১। American Anthropologist, ২। The Calcutta Medical Journal, ৩। The Calcutta Review, ৪। Commercial India, ৫। Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, ৬। Health and Happiness, ৭। Indian Antiquary*, ৮। Indian Medical Record, ৯। Industry, ১০। Journal of Ayurveda, ১১। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, ১২। Modern Reviews*, ১৩। The Vedant Kesari,

* ভারতীয়-ইতিহাসিক-সংগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৪। Welfare, ১৫। অর্চনা, ১৬। আর্থ্য-দর্পণ, ১৭। আর্থিক উন্নতি, ১৮। ইসলাম-দর্পণ, ১৯। উৎসব, ২০। উদ্বোধন, ২১। কংস-বণিক-পত্রিকা, ২২। কামরূপ-পত্রিকা, ২৩। কামরূপ-সমাজ, ২৪। কামি-কলম, ২৫। কৃষি-সম্পদ, ২৬। গড়বণিক মাসিক পত্র, ২৭। গঙ্গা-সহরী, ২৮। চিকিৎসা-প্রকাশ, ২৯। কল্যাণ, ৩০। তত্ত্বাবধিনি পত্রিকা, ৩১। ■ ও তন্ত্রী, ৩২। ভাষ্য পত্রিকা, ৩৩। ত্রিশূল, ৩৪। প্রজাপতি, ৩৫। প্রবর্তক, ৩৬। প্রবাসী, ৩৭। বঙ্গবাসী, ৩৮। বাণিজ্য-বাকী, ৩৯। বাণী, ৪০। ব্রহ্মবাদী, ৪১। ব্রহ্মবিজ্ঞ, ৪২। ব্রাহ্মণ-সমাজ, ৪৩। ভক্তি, ৪৪। ভারতবর্ষ, ৪৫। ভারতী, ৪৬। মাতৃমন্দির, ৪৭। মাধবী, ৪৮। মানস ও মনোবী, ৪৯। মাসিক বহুমতী, ৫০। মাহিমা সমাজ, ৫১। যোগিসংখ্যা, ৫২। শাক্তীপীঠ-ব্রাহ্মণ, ৫৩। সন্দেশ, ৫৪। সবুজপত্র, ৫৫। সাধনা, ৫৬। সাহিত্য-সংবাদ, ৫৭। সুবর্ণবণিক-সমাচার, ৫৮। জীৱীমোনার গৌরাঙ্গ, ৫৯। সৌরভ, ৬০। বাহ্য-সমাচার, ৬১। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬২। গৌরব্রতা।

বৈমাসিক

১। প্রকৃতি, ২। Museum of Fine Arts Bulletin.

ত্রৈমাসিক

১। কণাটিক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (কানাকী), ২। নাগরী-প্রগতিশীল পত্রিকা (হিন্দী), ৩। পুরাতন (হিন্দী), ৪। প্রকৃতি, ৫। প্রতিভা, ৬। রবি, ৭। Indian Historical Quarterly, ৮। Quarterly Journal of the Mythic Society.

বার্ষিক

* বার্ষিক বহুমতী, ১৯০২, ১৯০৩।

বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভাপতি

সাহিত্য শাখা

সভাপতি—মহাযজ্ঞোপাধ্যায় ঐযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সাহিত্যিকারী—ঐযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য।

সভাপতি

ঐযুক্ত বসন্তকুমার রায় বিদ্যাবর্ত্ত

- " ডাঃ হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
- " অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
- " ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
- " বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
- " মণীন্দ্রবোহন বসু

ঐযুক্ত প্রিয়ব্রজেন সেন

- " বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
- " ঐযুক্ত কল্যাণনাথ
- " নরেন্দ্র ■■■
- " চারুচন্দ্র বিজ্ঞ
- " শঙ্করচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

" ঐয়্যকুমার সরকার

" নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

" ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া

" রমেশ বসু

" নলিনীপ্রভন পণ্ডিত

পরিবহের সভাপতি

" মণীন্দ্রমোহন বসু

" সম্পাদক

ইতিহাস-শাখা

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাথ

সভাপণ

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার

শ্রীযুক্ত শ্রিয়রঞ্জন সেন

" যদুনাথ সরকার

" ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

" কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা

" অজিত বোষ

" ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত

" বিমলাচরণ লাহা

" রাখাঙ্গদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

" মণিমোহন সেন

" রায় রমা প্রসাদ চন্দ্র বাহাদুর

" মনমথমোহন বসু

" রবীন্দ্রনারায়ণ বোষ

" হিরণকুমার রায় চৌধুরী

" হারাণচন্দ্র চাকলাদার

পরিবহের সভাপতি

" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বোষাল

" সম্পাদক

দর্শন-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী

সভাপণ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কলিভূষণ ভট্টবংশী

শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য

" পূর্ণগাউন নাহার

" রসিকমোহন বিজ্ঞানভূষণ

" ডাঃ অভয়কুমার গুহ

" রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

" যাদবলাল চক্রবর্তী

" বোপেন্দ্রনাথ মিত্র

" সুনীলচন্দ্র মিত্র

" ডাঃ বেলীমাধব বড়ুয়া

" রেবতীরমণ বেদান্তবংশী

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূর্ণাচরণ সাংখ্যতীর্থ

" মনোদিনাথ বসু সরস্বতী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শঙ্করানন্দ ভট্টবংশী

পরিবহের সভাপতি

শ্রীযুক্ত হরিশোহন ভট্টাচার্য

" সম্পাদক

বিজ্ঞান-শাখা

সভাপতি—ঐযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার

আহ্বানকারী—ঐযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

সভাগণ

ঐযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ শুক্ল

- “ নিবারণচন্দ্র রায়
- “ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- “ স্বরূপনাথ মুখোপাধ্যায়
- “ ডাঃ বনওয়ারিসাল চৌধুরী
- “ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
- “ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োদী
- “ ডাঃ সত্যচরণ লাহা
- “ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর
- “ রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর

ঐযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু

- “ ডাঃ হুম্মীদকুমার বসু
- “ ডাঃ মহাবীরাম বসু
- “ গণপতি সরকার বিজ্ঞানসহ
- “ দেবপ্রসাদ ঘোষ
- “ নরেন্দ্রকুমার সঙ্ঘমদার
- “ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
- “ ডাঃ বভীন্দ্রনাথ শেঠ

পরিষদের সভাপতি

“ সম্পাদক

পুস্তকালয়-সমিতি

ঐযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

- “ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- “ কিরণচন্দ্র দত্ত
- “ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবরুদ
- “ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
- “ নরেন্দ্রনাথ পোষ কবিত্রয়ণ
- “ বলাইলাল
- “ জিতেন্দ্রনাথ বসু
- “ গণপতি চট্টোপাধ্যায়

মৌলভী মোকাম্মেল হক

ঐযুক্ত ডাঃ হুম্মীদকুমার বসু

- “ কেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- “ ডাঃ প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিষদের সভাপতি

“ সম্পাদক

ঐযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী আহ্বানকারী

চিত্রশালা-সমিতি

ঐযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

- “ রমেশ বসু
- “ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
- “ ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা
- “ ডাঃ বনওয়ারিসাল চৌধুরী
- “ ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ
- “ স্ববীন্দ্রনাথ ঘোষ
- “ রায় রমাঈন্দ্র চন্দ বাহাদুর
- “ অরুণেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
- “ কুমার শঙ্করকুমার রায়
- “ পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিজ্ঞানবিনোদ
- বান বাহাদুর মৌলভী হেদায়েত হোসেন

ডাঃ কালিদাস নাগ

পরিষদের সভাপতি

“ সম্পাদক

ঐযুক্ত অজিত ঘোষ—আহ্বানকারী

ছাপাখানা-সমিতি

ঐচ্ছিক কিরণচক্রে দত্ত

- " হিরণকুমার রায় চৌধুরী
- " জ্যোতিষচন্দ্র বোষ
- " ডাঃ আবদুল গফ্ফার সিদ্দিকী
- " ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
- " নরেন্দ্রনাথ বসু
- " উপেন্দ্রনাথ সেন
- " নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
- " জিতেন্দ্রনাথ বসু
- " সতীশচন্দ্র বসু
- " প্রাগজ্যোত

পরিষদের সভাপতি

- " সম্পাদক

ঐচ্ছিক নলিনীয়জন পণ্ডিত—সম্পাদক

আঠ-ব্যব-সমিতি

ঐচ্ছিক যতীন্দ্রনাথ বসু

- " নিবারণচন্দ্র রায়
- " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- " জ্যোতিষচন্দ্র বোষ
- " গণপতি সরকার বিভারয়
- " ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
- " অনাধবকৃ দত্ত
- " অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য
- " রাক্ষসকুমার চক্রবর্তী
- " বিনয়কুমার সরকার
- " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
- " সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিষদের সভাপতি

- " সম্পাদক

ঐচ্ছিক কিরণচক্রে দত্ত—আল্ফানকাবী

জগদীশ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার

চিত্র-নির্বাচন-সমিতি

- ১। পরিষদের সভাপতি
- ২। ঐচ্ছিক কিরণচন্দ্র দত্ত
- ৩। " নলিনীয়জন পণ্ডিত
- ৪। " নরেন্দ্রনাথ সোম
- ৫। পরিষদের সম্পাদক

আইয় বুদ্ধি ও ব্যয়-সংকট-সমিতি

- ১। পরিষদের সভাপতি
- ২। ঐচ্ছিক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী
- ৩। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৪। " নিবারণচন্দ্র রায়
- ৫। " গণপতি সরকার বিভারয়
- ৬। " নলিনীয়জন পণ্ডিত
- ৭। পরিষদের সম্পাদক

পুরস্কার-প্রদান নির্বাচন-সমিতি

- ১। ঐচ্ছিক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
- ২। " গণপতি সরকার বিভারয়
- ৩। পরিষদের সম্পাদক

বার্ষিক কার্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি

- ১। পরিষদের সভাপতি
- ২। ঐচ্ছিক হীরেন্দ্রনাথ
- ৩। ঐচ্ছিক নলিনীয়জন পণ্ডিত
- ৪। পরিষদের সম্পাদক

মন্দির সংস্থার সমিতি

- ১। পরিষদের সভাপতি
- ২। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- ৩। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার
- ৪। শ্রীযুক্ত মথুরনাথ মুখোপাধ্যায়
- ৫। পরিষদের সম্পাদক

বিনয়কুমার সরকার সংবন্ধন সমিতি

- ১। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী
- ২। " জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
- ৩। " রমেশ বসু

কীবোদএসাদ বিভাগিকনাথ স্মৃতিসভার আয়োজনার্থ

আনুষ্ঠানিক সমিতি

- ১। পরিষদের সভাপতি
- ২। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ
- ৩। " রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর
- ৪। " রায় ধরেন্দ্রনাথ নিজ বাহাদুর
- ৫। " শিশিরকুমার ভট্টাচার্য
- ৬। " অমৃতলাল বসু
- ৭। " রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৮। " নরেন্দ্র দেব
- ৯। " গণপতি সরকার বিভাগিক
- ১০। " ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা
- ১১। " নলিনীকান্ত পণ্ডিত
- ১২। " নরেন্দ্রনাথ সোম
- ১৩। " কিরণচন্দ্র দত্ত
- ১৪। " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
- ১৫। " বাণীনাথ নন্দী
- ১৬। পরিষদের সম্পাদক

১৯৩৩ চৈত্রশেষে কার্যালয়ে মজুত গ্রন্থাবলীর হিসাব।

সংখ্যা	গ্রন্থকের নাম	গত বর্ষের মজুত	বর্তমান বর্ষের খরচ	মজুত
১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	১১	০	১১
২।	শীতাবতারের রসমঞ্জরী	১৪	০	১৪
৩।	বিষ্ণু পণ্ডিতের মহাভারত	০	০	০
৪।	ছুটীখানের মহাভারত	১৩	০	১৩
৫।	বনমালী রাসের জয়দেবচরিত	—	০	—
৬।	যাহ্নবোধের পদাবলী	৫৫	০	—
৭।	চৈতন্যমঙ্গল	১৬	০	১৬
৮।	মালিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল	২১	—	২১
৯।	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী	১৯	০	১৯

সংখ্যা	পুস্তকের নাম	গত বর্ষের মূল্য	বর্তমান বর্ষের খরচ	মূল্য
১০।	গৌরশতাব্দী	১৩	"	১৩
১১।	কালী-পরিক্রমা	১২	"	২২
১২।	রাধিকার মানভল	৬৫	৩	৬২
১৩।	রায়াবৎ-ভণ্ড, ১ম ও ২য় খণ্ড	৩	"	৬
১৪।	রাধিকা-মল্ল	২২	"	২২
১৫।	বৌদ্ধধর্ম	৬৮	১	৬৭
১৬।	ব্রজ-পরিক্রমা	২৭	"	২৭
১৭।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৪৫	১	৪৪
১৮।	শূকপুয়ণ	১৪	"	১৪
১৯।	নবদীপ-পরিক্রমা	১	"	২
২০।	শতপথব্রাহ্মণ, ১ম খণ্ড	২৯	"	২৯
২১।	" " ২য় খণ্ড	২০	"	২০
২২।	চন্দ্রনাথ বগু	০	"	০
২৩।	কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞানাগর	৩৩	১	৩২
২৮।	বিষ্ণুধর্ম-পরিচয়	১৪৩৪	৩	১৪৩১
২৫।	মায়াপুরী	১৫১	"	১৪৭
২৬।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	৩৫	"	৩৫
২৭।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	"	"	"
২৮।	কবি [redacted]	৯২	"	৮৭
২৯।	শ্রীভাষা, প্রথম খণ্ড	১	"	১
৩০।	শ্রীভাষা, ২য় খণ্ড	২১	১	২০
৩১।	" ৩য় "	৩৭	"	[redacted]
৩২।	" ৪র্থ "	৫৯	১	৫৮
৩৩।	" ৫য় "	৫৪	১	৫৩
৩৪।	বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা, ১ম খণ্ড	১	"	"
৩৫।	" " ২য় "	১৮	২	১৬
৩৬।	" " ৩য় "	৫৪	২	৫২
৩৭।	" " ৪র্থ "	২২১	২	২১৯
৩৮।	শঙ্ক-কোষ, ১ম খণ্ড	৩৬	"	৩৫
৩৯।	" ২য় "	৪৭	৩	[redacted]
৪০।	" ৩য় "	৭২	৪	[redacted]

সংখ্যা	পুস্তকের নাম	গত বর্ষের মূল্য	বর্তমান বর্ষের মূল্য	মূল্য
৪১।	শঙ্ক-কোষ ৪র্থ খণ্ড	১৬১	৪	১৫৭
৪২।	বাঙ্গালি ব্যাকরণ	৩৬	২	৩৪
৪৩।	মহিলা ব্রতকথা	৬	০	৬
৪৪।	রাসায়নিক পরিভাষা	৮	০	৮
৪৫।	জক্তিপুরাণ	৫৯	১	৫৮
৪৬।	জ্যোতিষ-দর্পণ	১৪৩	৫	১৩৮
৪৭।	ঐতীন পুথির বিবরণ			
	১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	৬৯	৫	৬৪
৪৮।	ঐ ঐ, ২য় সংখ্যা	৫২	৪	৪৮
৪৯।	ঐ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা	২২৬১	১	২২৬০
৫০।	ঐ ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা	৫০০	৪০	৪৬০
৫১।	দুর্গামঙ্গল	১২৭	৩	১২৪
৫২।	সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম, ১ম খণ্ড	৮৫২	০	৮৫২
৫৩।	" " ২য় "	৮৪৬	০	৮৪৬
৫৪।	" " ৩য় "	৮২০	০	৮২০
৫৫।	চণ্ডীকালের পদাবলী	৬	০	৬
৫৬।	ভীষ্মমঙ্গল	৩৭৪	৪	৩৭০
৫৭।	মৃগলুক	২৪০	৩	২৩৭
৫৮।	সত্যানন্দের পুথি	৬৯	১৫	৫৪
৫৯।	শব্দকল্পতরু, ১ম খণ্ড	৫৯৬	২৩	৫৭৩
৬০।	" ২য় "	১৩৯৭	২৮	১৩৬৯
৬১।	" ৩য় "	১৪৪৯	১৯	১৪৩০
৬২।	মৃগলুক-সংবাদ	৪০৭	০	৪০৭
৬৩।	ভীষ্মমঙ্গল	২৪২	১	২৪১
৬৪।	দুর্গামঙ্গল	৭০	৪	৬৬
৬৫।	বৌদ্ধগান ও দোহা	১০৩	৭	৯৬
৬৬।	কর্মপুঞ্জবিধান	৩৬৭	■	৩৬৪
৬৭।	মঙ্গলচণ্ডী-পাকালিকা	৭৫	০	৭৫
৬৮।	ঐক্যকীর্তন	৩৬৭	১৫	৩৫২
৬৯।	জ্ঞানসাগর	১৩৪	৩	১৩১
৭০।	সারসামঙ্গল	১৪৭	৫	১৪৩

লংখা	পুস্তকৰ নাম	প্ৰথম বৰ্ষৰ মূল্য	বৰ্তমান বৰ্ষৰ খৰচ	মূল্য
১১।	নেপালে বাঙালী নাটক	১২৭	৩	১২৪
১২।	সৌৰ্য-সম্বাদ	১২০	১	১১৯
১৩।	জায়দৰ্শন, ১ম খণ্ড	৪১২	১৯	৩৯৩
১৪।	" ২য়	৪৬৯	২০	৪৪৯
১৫।	" ৩য়	৯৪৯	১৭	৯৩২
১৬।	গৌৰব-বিজয়	৬৭৫	■	৬৭১
১৭।	ঐক্য-বিলাস	৩৭০	■	৩৬৬
১৮।	সৰ্বসংবাদিনী	৮২৬	১৬	৮১০
১৯।	মনোবিজ্ঞান	৮৩১	১	৮৩০
২০।	চিহ্নালায় তালিকা	৫৮৭	■	৫৮৭
২১।	উদ্ভিদজ্ঞান (প্রথম পৰ্ব)	২৪৫	৪	২৪১
২২।	উদ্ভিদজ্ঞান (২য় পৰ্ব)	২৮৪	২	২৮২
২৩।	লেখমালা মুক্ৰমণী	৮৯৯	৩	৮৯৬
২৪।	রসকদম্ব	৪৬৬	■	৪৬৩
২৫।	নব্যসামানী বিজ্ঞান ও তাহার উৎপত্তি ৪৮		■	৪৮
২৬।	সাধক-রজন	৫০০	৩৪	৪৬৬
২৭।	মাধুর্য কথা	৪০০	৩৮	৩৬২
২৮।	ঐক্য মঙ্গল	১০০০	৫১	৯৪৯
দ্বয় সাহিত্যিক ভাষাবেন্দ্ৰ				
১।	বৃন্দাবন-কথা	১২২	■	১১৮
২।	বেধদূত	৩০	৩	২৭
৩।	ঋতুসংহারম্	১৪১	■	১৩৭
৪।	পুণ্যবাণবিলাসম্	১৪২	১	১৪১
৫।	উত্তরপাড়া-বিবৰণ	৪৩	৩	৪০
৬।	ভাৰত-মলনা	১০০	■	১০০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি ।

শ্রীঅমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

সম্পাদক ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়	
১। টাণ্ডা	১৪৬৩৮
২। প্রবেশিকা	২৯৮
৩। পুস্তক ও গ্রন্থাবলী	
বিক্রয়	৩৬৪/২
৪। পত্রিকা বিক্রয়	৭১২৭০
৫। বিজ্ঞাপনের আয়	৭৮৮
৬। বিভিন্ন তহবিলের হুদ	
আদায়	৭৩০৮
৭। এককালীন দান	২১১৬।০
৮। গবর্ণমেণ্টের	
বার্ষিক দান	১২০০৮
৯। কর্পোরেশনের	
বার্ষিক দান	৬৫০৮
১০। কর্পোরেশনের এককালীন	
দান	২৫০০০৮
১১। প্রতি-রক্ষার আয়	৬৩৭/০
১২। পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	
আদায়	১৭১৬৬
১৩। বিবিধ আয়	১২৮
১৪। হুদ-সাহিত্যিক	
ভাণ্ডার	৭১৮
১৫। আমানত জমা	৩৮
১৬। পোট অফিস সার্ভিস ব্যয়	
গচ্ছিত হিসাবে দেবত	
জমা	৮৫০৮
১৭। পরিষদের গুণশোধের	
ব্যয়কে দান	৩৮৪৭৮
১৮। সংবর্ধনায় আয়	৮০০৮
৪০,৭২০৮/৩	

ব্যয়	
১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৪২১৮/০
২। পত্রিকা, পত্রিকা	
কার্যবিবরণী মুদ্রণ	১৮২৮/৬
৩। পুস্তকালয়	১৪১১৮/০
৪। পুস্তিকালা	৩২৭৮/০
৫। চিত্রশালা	৩৫০
৬। বিবিধ মুদ্রণ	১৫১৮/৬
৭। ডাকমাণ্ডল	৭৮২৮/৮
৮। বাড়ী মেরামত	৮৬৪৮/০
৯। আলোক ও পাখার	
বিল	১৬৩৮/০
১০। আলোক ও পাখা মেরামত	
বিল	৫৭৮
১১। ভূতাদিগের ঘরভাড়া	৮৬৮
১২। পোষাক	৩৬৮
১৩। দপ্তর সরঞ্জাম	৮৮৮৬
১৪। নুতন আসবাব	২১/০
১৫। গাড়ী ভাড়া	২৫/৮
১৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	২০৮০
১৭। প্রতি-রক্ষার ব্যয়	৯৬৮
১৮। পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	১৩৫৬
১৯। হাওলাত শোধ	১৬৬৮
২০। বেতন	২৯২৭৮/৮
২১। কমিশন	৪১৫৮
২২। হুদ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৮৫৮
২৩। বিবিধ ব্যয়	১০০৮/০
২৪। মাসিক ল্যাণ্ডার	
খরচ	১৬৬৮/০
২৫। হাওলাত দান	১০,২০১৫৬
২৬। আমানত শোধ	১৬৫৮
২৭। পোট অফিস সার্ভিস ব্যয়	
গচ্ছিত হিসাবে খরচ	৩৪৮০
২৮। কোম্পানীর কাগজ	
খরচ	৪০০৮
২৯। কোম্পানীর কাগজ খরচ	
হুদ	২২৮/০
৩০। " " ব্যয়	২৪৮০
৩১। গুণশোধের ব্যয়	৩৪৮/০
৩২। সংবর্ধনায় ব্যয়	২২৮৮/৮

টকাঃ—

পূর্ব উদ্ভূত	২৭৪৬২৮/৪
বর্তমান বর্ষের সাধারণ-ভূহবিলের আর (বাক ডাকঘর হইতে ৮৫০০ জমা)	৩২৪০৬/৩
	<hr/> ৬৭৪০৩৮/৭
বাক বর্তমান বর্ষের সাধারণ-ভূহবিলের (বাক ডাকঘরে গচ্ছিত ৩৪১০ খরচ)	২৫৫৬২৮/৩
	<hr/> ৪১৮৪০৬/১০
এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর কাগজ মজুত	৪০০০
	<hr/> ৪২২৪০৬/১০
উদ্ভূত	

উদ্ভূত টাকার আর—

(ক) বিভিন্ন বিশিষ্ট-জাগার ২৬৪০৬/৩

৩০০ হুদেব কোম্পানীর কাগজ	১৫১০০০
৫ " পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেলার	৫০০০০
৫ " ওয়ার-লোন	৭০০০
৫ " ওয়ার-বণ্ডস্	১০০০০
৫ " ইণ্ডিয়ান ওয়ার-লোন	৪৮০০০
ডাকঘরে মজুত	৬০/৩

২৬৬০৬/৩

(খ) সাধারণ-ভূহবিল ১৫৬০৪১/১

স্টেটাল ব্যাঙ্কে মজুত	১৪২৪২০
কোম্পানীক মহানগরের নিকট মজুত	২২৬০৬/৩
কার্যালয়ে সম্পাদক মহানগরের	
নিকট মজুত	৪০৪০/৩
ডাকটিকিট মজুত	৪১০/৩

১৫৬০৪১/১

৪২২৪০৬/১০

ঐক্যবন্ধন শাখা সভাপতি।	ঐক্যবন্ধন সভা সহকারী সম্পাদক, আর্থ-ব্যয় বিভাগ	ঐক্যবন্ধন নিবেদ প্রধান কর্মচারী, ঐক্যবন্ধন পাল হিসাব-রক্ষক।
ঐক্যবন্ধন শাখা ৩৪শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি।	৪১৫৩৪	
ঐক্যবন্ধন শাখা সম্পাদক।		

পরীক্ষাণ্ডে হিসাব নিরূপণ প্রতিপন্ন করিয়া যাই।

ঐক্যবন্ধন

ঐক্যবন্ধন

হিসাব-পত্রীক্ষক।

৪১৫৩৪

বিভিন্ন-বিশিষ্ট তাগুয়েয় আঙ্গ-বায়-বিবরণ-১৩৩৩

[illegible]

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল

আস্র

কোম্পানী কাগজের অন্ন

আদায়— ৪৫৫৬

এই তহবিল হইতে প্রকাশিত

পুস্তক বিক্রয়— ৭০৬/৬

৪২৫৬/৬

ব্যয়

লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্ধ

গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়— ৩৩৩৪১০

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্ভূত— ১৩০০০৬

বর্তমান বর্ষের আয়— ৫২৫৬/৬

১৩৫২৫৬/৬

বাক্য ব্যয়— ৩৩৪১০

১৩১৯০৬৬/৬

আয়—

কোম্পানীর কাগজ— ১৩০০০৬

পরিষদের সাধারণ

তহবিল— ১২০৬৬/৬

১৩১২০৬৬/৬

১৩০৩ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গত বর্ষের আমানত জমা— ২৭০৬০

বর্তমান বর্ষের আমানত জমা— ৩৬

২৭৩৬০

বাক্য বর্তমান বর্ষের আমানত শোধ— ১৬৫৬

১০৮৬০

আয়—

১। পাঁচু জমাদানের জামিন— ৫০৬

২। গ্রন্থিক ভবানীপ্রসাদ মিত্রাঙ্গী— ৪১০

৩। পুস্তকবিক্রেতা প্রকটাইন কোং, লণ্ডন— ৫০৬

৪। পুস্তক বিক্রয় বাবদ— ১১০

৫। পুস্তকালয়ের পুস্তক আদান প্রদানের

ব্যয়— ৩৬

১০৮৬০

১৩৫৩ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাননের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দান	১০,১০০
+ বর্তমান বর্ষের হাওলাত দান	১০,২০১৫৬
	<hr/> ২০,৩০১৫৬

* রমেশ-ভবন সমিতিতে উক্ত টাকা হাওলাত দেওয়া হইয়াছে।

ঐয্যবনাথ	ঐয্যবলাচরণ বিদ্যাভূষণ	ঐয্যবকমল নিংহ
ঐয্যবনাথ বোম	সম্পাদক।	কর্ণচন্দ্রী,
হিসাব-পরীক্ষক।	ঐকিরণচন্দ্র	ঐয্যাকুমার পাল
১৯১৩	সহকারী সম্পাদক,	হিসাব-রক্ষক।
ঐয্যপ্রসাদ শাস্ত্রী	আয়-ব্যয় বিভাগ।	১৯১৩
সভাপতি।		

ঐয্যগোবিন্দ

৩৩শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি।

এককালীন দান

(ক) পরিব্রজ যন্ত্রের সেরামত ও পুস্তকালয়সংরক্ষণ কলিকাতা কর্পোরেশনের দান ২৫,০০০

(খ) পরিষদের ঋণ পরিশোধার্থ দান ৩,০৪৭

রাজা ঐয্যকৃষ্ণ কবীকেশ লাহা বাহাদুর	১,০০০
ধানদার " " মিত্র	৫০০
" " বঙ্কু ব্যারিষ্টার	৫০০
" কুমার শরৎকুমার রায়	৫০০
" সিদ্ধেশ্বর বোম	২০০
" রায় তারকনাথ লাহু বাহাদুর	১০০
" বোগেশচন্দ্র চৌধুরী ব্যারিষ্টার	১০০
" বোগেশনাথ বুধোপাধ্যায়	৫০
" জ্যোতিষচন্দ্র বোম	২৫
" অধ্যাপক ডায় পকানিন নিরোঙ্গী	২৫
" অমিত বোম একডেকাট	২৫
দেবব্রহ্মোপাধ্যায় ডায় ঐয্যকৃষ্ণ কবীকেশ শাস্ত্রী	১২০

৩০৩১৫

৩৩০৪৭

২৮, ০৪৭

৩০.৩১

কর্ম	৩০.৩১
ঐযুক্ত গণপতি সরকার বিহার	৬৭
" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৭
" ষাটকানাল সুশোনাধার	৫৭
	৩০.৩১

(গ) সাধারণ তহবিলে নান

২১১৩০

১। ঐযুক্ত পুলিনবিহারী	৭৮৭
২। মহাযজ্ঞোপাধায় ডাঃ ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	২৫০
৩। ঐযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	
৪। ষাট ঐযুক্ত বর্গেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর	
৫। ঐযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু	১৬২১
৬। মহাযজ্ঞোপাধায় ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (২৪ দফা)	১০০
৭। ঐযুক্ত নিখারপণ্ডিত ষাট	১০০
৮। " ষাট বিপিনবিহারী বসু	১০০
৯। " ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	১০০
১০। " সত্যেন্দ্রনাথ বোস মৌলিক	১০০
১১। " বরিশত শেঠ	১০০
১২। " ষাট চুণীলাল বসু বাহাদুর	৬৭
১৩। " ডাঃ এতেন্দ্রনাথ বোস	৫০
১৪। " ডাঃ বনেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৪৫
১৫। " ষাট কুলচন্দ্র লাহা	২৫
১৬। " অমল্যচরণ বিজ্ঞান	২২
১৭। " ষাট কুলচন্দ্র	২০
১৮। " ষাট কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০
১৯। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২৪ দফা)	১৭
২০। " কুলচন্দ্র ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা	১০
২১। " ষাট কুলচন্দ্র	১০
২২। " ষাট কুলচন্দ্র	৭
	২১১৩০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৩ সালের আয়-ব্যয়ের
হিসাব পরীক্ষার মন্তব্য

১৩৩২ সালের উদ্বৃত্ত—(Opening Balance) টাকা ২৭৪২৮/৪

୧୭୭୭ ମାଲେରୁ ଆମ୍ଭ — ୩୨୫୫୫/୩

१९७७ गीर्णत वायु—२६६७२।७

টাক ২৪০৭৮৮/৮৬

মোট ৪১৮৪.০০/১০

১৪০০ টাকার মধ্যে ক্রীত কোম্পানী

कर्मिणः सन्तः कर्मणि ह्येतेऽपि सन्तः

क्या कागज

১৩০৩ সালের উদ্বৃত্ত মোট (Closing Balance)

४२२४०॥५३०॥

১৯৩৩ সালের বৎসর শেষে

ବିଶେଷ ଗୁଣ—(Closing Balance) ଟଙ୍କା ୧୫୫୦୫।/.

ବାବଦ ମଜ୍ଜିତ _____ ୧୫୫୫୭

যান্নীর কোষাধ্যক্ষ
 যশোবন্তের নিকট গচ্ছিত

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ୩୦୫/୨

ଆବ ଟିକିଟେ ୫୫/୦୦

2009/12

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ

ফোফানি কাগজে ২৬৬০০০

ডাকঘরে সেভিং ব্যাঙ্ক ৩২/৩

உதாரணம் ௧

Closing Balance as at 31st Dec 1960,

● 011 ●

১৯০৩ সালে বিশিষ্ট কাগজের উৎস টাকা

(Closing Balance) 634.87

কোশানী কাগজে ২৬৬০০

ডাকঘরে সেন্সিটিভ ব্যাঙ্ক

পরিষদ গৃহবিভাগ ৪৮২৮৭/০

02 40 81 11 11

(Opening Balance)

১৩৩২ সালের বিনিয়োগ-সংস্কারের উন্নত টাকা

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

१००० ■ " यास

అడవి పక్షి

ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

2843/0

Closing Balance as at 01st Dec 1900

928-8126

হিসাব প্রকাশপুস্তকসমূহে পরীক্ষিত হইয়া নিতুল প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

কোম্পানী কাগজের দক্ষ মজুত টাকা ২৬৩০০। এই টাকার কোম্পানী কাগজ দিলাইয়া দেয়া হইয়াছে। গত বর্ষের ওয়ার-বণ্ডের ১০০০ টাকা বাহ্য ঐতিহাসিক মৌলিক পদবর্ণার মাননীয় বর্গীয় অধরক্ষে সুধোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা তাদান হইয়া মাননীয় কোষাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত ছিল। এই বৎসরে ঐ ১০০০ টাকা কাশ হইতে প্রাপ্ত ৪০০ টাকা মোট ১৪০০ টাকার ৫ টাকা হার ছদের ওয়ার-লোন জন্ম করা হয়। মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট গত বর্ষের দক্ষ ১০০০ টাকার ওয়ারবণ্ড তাদান টাকা এ বৎসরের Opening Balance ২৭৪৬২৮/৪ টাকার মধ্যে থাকায় এ বৎসর হিসাবের মধ্যে কেবল মাত্র ৪০০ টাকার কোম্পানী কাগজ করা হইয়াছে দেখান হইল।

মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত টাকা ২২৩৮৮/১ তাঁহারই স্বাক্ষরিত পাশ বইয়ের রসিদে দেখিবার্হি। সেভিং ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে ৬৮/৯ মজুত আছে এবং দেট্রাল ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে ১৪৯৯৯ মজুত আছে দেখিলাম। কাঁথালয়ে ৪০৪৮/৯ টাকা মজুত আছে। কাশে এত বেশী টাকা মজুত থাকার কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম যে, মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয় কলিকাতায় না থাকায় কোন বাবদে চঠাৎ বেশী খরচের সম্ভাবনা বিবেচনায় ঐ ৪০৪৮/৯ কাশে মজুত ছিল, পরে কোষাধ্যক্ষ মহাশয় কলিকাতায় আসিলে পরে খরচখরচা বাবে উদ্ধৃত টাকা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ঐ ৪০৪৮/৯ টাকা ১৩৩০ সালের চৈত্র মাসের শেষে কাঁথালয়ে মজুত ছিল কি না, এই আমি মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে সার্টিফিকেট লইতে ইচ্ছুক নই, কারণ, সম্পাদক মহাশয় ১৩৩০ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাবে নাম স্বাক্ষরিত করিয়া দিয়াছেন এবং ঐ টাকা পরে অগ্র টাকার সহিত মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পাঠান হইয়াছে, ইহাও দেখিয়া গিয়াছি।

পরিষদের ণ পরিশোধার্থে একবালীন দানের তালিকার ভুলক্রমে রায় চন্দ্রলাল বসু বাহাদুরের নিকট হইতে দুই দকে ৩০ টাকা করিয়া ১০০ টাকা দেখান হইয়াছিল এবং ণ পরিশোধ খাতে ঐ ১০০ টাকা ভুলক্রমে লেখা হইয়াছে, কিন্তু চন্দ্র বাবুর নিকট হইতে কেবল মাত্র ৩০ টাকা পাওয়া গিয়াছিল এবং ণ পরিশোধ খাতে ঐ ৩০ টাকা খরচ হয়। এই ভুল সংশোধন হওয়ায় হিসাবের একটু পরিবর্তন ঘটয়াছে, উহা আমার জাহসারে হইয়াছে।

বিশিষ্টজ্ঞাতারের ৪৮৯৮৮/০ টাকা পরিবর্তনহবিলে আছে দেখিলাম। ঐ টাকা পরিবর্তন দেনা। কাশে ১০৩৩৪৮/১ মজুত আছে। ঐ টাকার মধ্যে মন্দির মেয়ামত জন্ম করপোরেশন হইতে প্রাপ্ত ৯৩০০০ অণরের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৩০৩৭৮ টাকার কিছু অংশ আছে। মন্দির মেয়ামত বাবদে কত খরচ হইবে, এখন বলা সম্ভবপর

নহে। পরিকল্পিত সংস্কার [] কাশে কত মজুত থাকিবে এবং তাহা হইতে বিশিষ্ট-
তাণ্ডারের জন্ত বেনা ৪৮৯৮৭/০ [] আরও যদি কিছু বেনার সম্ভাবনা হয়, তাহা
পরিশোধ হইবে কি না, তাহা স্পষ্ট হইবে। তবে পরিষদ 'রয়েশ-কবন'কে ১০০০২৮৮/০
দান দিয়াছেন দেখিলাম।

উপরোক্ত বিশিষ্ট-তাণ্ডারের [] বেনা ব্যতীত পরিষদ আদানত জমা (Deposit) হিসাবে
১০৮৮০ লইয়াছেন। এই টাকা পরিষদকে উদ্বিগ্নতা প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং ইহাও
পরিষদের বেনা (Liabilities)।

এই বেনা ব্যতীত বাছারে ২৭২৪৮/০+৮৩০, টাকার পরিষদের বেনার (Liabi-
lities) তালিকায় দেখিলাম।

পরিষদের পাইনা (Assets)—টাকা পাইনা হিসাবে মোট ১৬০০০২ টাকা সাধারণ
সভ্যগণের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে দেখিলাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ঐ ১৬০০০২
টাকার [] দশ ভাগের একভাগ আদায় হইবে না। আমার অভ্যুদয়, টাকা আমার
বিভাগের সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক মহাশয় মাননীয় [] মহোদয়গণের সহিত পরামর্শ
করিয়া, ঐ টাকার মধ্যে যাহা কখনও আদায়ের সম্ভাবনা নাই, তাহা বাতিল দিবেন।

পুস্তক ক্রয়—টাকা ৬১১৮/৬

প্রতি বৎসরে ক্রীত পুস্তক একখানি খাতায় লেখা আবশ্যক মনে করিয়া একখানি নতুন
খাতা আনা হইয়া দিতে পত্র বৎসরে পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়কে অভ্যুদয় করিয়া-
ছিল। এ বৎসর তিনি ঐ খাতা আনা হইয়া দিয়াছেন। এবং ঐ খাতায় [] বৎসরে ক্রীত
৬১১৮৬/৬ টাকার পুস্তক লেখা হইয়াছে। আমি ভাউচার দেখিয়া তালিকা মিলাইয়া লইয়া
পরিষদের প্রধান পুস্তকের তালিকায় (Main Catalogue) ভুক্ত রহিয়াছে পরীক্ষা করিয়াছি।

হিসাব পরীক্ষা সময়ে আমাকে কোন অভ্যুদয় পড়িতে [] নাই। হৃদয় হিসাব-রক্ষক
শ্রীযুক্ত স্বর্গদেব বাবু সুন্দরভাবে হিসাব [] করিয়াছেন [] আমার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি
তিনি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এ নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

বঙ্গদেশের গৌরব, সমুদয় বঙ্গবাসীর চিত্তবিনোদনের জন্ত, সুযোগ্য কৰ্ম্মাচারীগণের দ্বারা
পরিচালিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি দায়িত্বপূর্ণ কৰ্ম্ম আমার জ্ঞান মণ্ডল্য ব্যক্তির উপর
প্রদান করায় আমি সমুদয় সভ্যগণের নিকট আন্তরিক চিহ্নকৃতজ্ঞ। আমি তাঁহানিগকে ধন্যবাদ
প্রদান করিতেছি এবং তাঁহাদের জন্ত এই দায়িত্বপূর্ণ কৰ্ম্ম আমি সম্পাদন করিতে []
হইয়াছি, এই নিমিত্ত আমি নিজেও গৌরবান্বিত [] করিতেছি। আমার পরীক্ষায় []
[] আমি আমার প্রথম সভ্যগণের সকাশে উপনীত হইলাম।

ঐক্যবোধ []

হিসাব-পরীক্ষক।

২৬/৮/২৭

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়	
১। চাঁদা	৬০০০/-	১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০/-
২। প্রবেশিকা	১০০/-	২। পত্রিকাাদি মুদ্রণ	১৫০০/-
৩। পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৩০০/-	৩। পুস্তকালয়	১৩৫০/-
৪। পত্রিকা বিক্রয়	৭০০/-	৪। পুথিশালা	৩৫০/-
৫। বিজ্ঞাপনের আয়	৭৫/-	৫। চিত্রশালা	১০০/-
৬। বিভিন্ন তহবিলের হ্রদ		৬। বিবিধ মুদ্রণ	১৫০/-
আদায়	১১৯৪/-	৭। ডাকমাঙ্কল	৭৫০/-
৭। এককালীন দান	৫১৫০/-	৮। ইলেকট্রিক আলোক ও	
৮। স্থতি-রক্ষার আয়	১০০/-	পাথার বিল	১৭৫/-
৯। পুস্তক বিক্রয়ের খরচ		৯। কৃত্যদিগের ঘরভাড়া	৬০/-
আদায়	২৫/-	১০। " " " " " " "	৪০/-
১০। বিবিধ আয়	২৫/-	১১। মন্ত্রর মন্ত্রগ্রামী	৫০/-
১১। হুঃস-সাহিত্যিক ভাতার	৭৫/-	১২। নৃতন আসবাব	২৫/-
১২। গত বর্ষের উদ্ধৃত	১৫৪০৪৮/৯	১৩। গাড়ী ভাড়া	১২৫/-
	২৮১৪৮৮/৯	১৪। সাহিত্য-সম্মিলন	২৫/-
		১৫। স্থতি-রক্ষার ব্যয়	১০০/-
		১৬। পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	২৫/-
		১৭। বেতন	৩০০০/-
		১৮। চাঁদা আদায়ের কমিশন ও	
		গাড়ী ভাড়া	৫০০/-
		১৯। বিভিন্ন তহবিলের হ্রদ	
		খাতে	১০৫০/-
		২০। হুঃস-সাহিত্যিক-ভাতার	৬০/-
		২১। বিবিধ ব্যয়	১০০/-
		২২। মন্দির মেয়ামত	
		■ ভারবল প্রকৃতি	১০০০/-

২৬১৩৫/-

ঐখগেননাথ মিত্র
৩৩শ বার্ষিক অধিবেশনের
সভাপতি।

শাখা-পরিষদের কার্যবিবরণ

রঙ্গপুর-শাখা—২২শ বর্ষ ১৩৫৩

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সভাপতি মহাশয় ৫০০/- দিয়া আজীবন-সদস্যপদ ও পৃষ্ঠপোষকের পদ গ্রহণে সন্মতি দান করিয়াছেন।

স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড শাখার চিত্রশালাটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৫/- হিসাবে এক বছর ৩০০/- বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিজ্ঞাবিনোদ তত্ত্ব-সরস্বতী এম এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শাখার বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছিল।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন-সদস্য—১, বিশিষ্ট-সদস্য—৩, সহায়ক-সদস্য—৪, অধ্যাপক-সদস্য—৪, এবং সাধারণ-সদস্য—১২০।

স্বতি-সংকা—৮/মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ্য ঘান্বেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মর্শ্ব-বৃষ্টি নির্দ্বাণের জন্য রাধাবল্লভের জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় ১০০/- দান করিয়াছেন এবং এই টাকা ভাঙরকে অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে।

অধিবেশন-সংখ্যা—বিশেষ ১, মাসিক—৭।

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। ককাল-মঙ্গল আবৃত্তি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র এম এ।

২। গোবিন্দদাসের কড়চা গ্রন্থের প্রতিবাদ—শ্রীযুক্ত নিত্যাগোপাল রায় বি এল।

৩। ইন্দুপালের তাম্রশাসন—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিজ্ঞাবিনোদ তত্ত্ব-সরস্বতী এম এ।

৪। শেষ যুগে উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যসেবী—শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু।

৫। সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের জীবনী—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সাহিত্যী।

৬। ‘মালা’, ‘বালক’ ও ‘সাগর-সঙ্গীত’ের সমালোচনা—শ্রীযুক্ত ক্যোতিঃ সেন।

৭। রঙ্গপুরের বাণ্যাবাহিক ইতিহাস—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সাহিত্যী।

৮। বাংলা সাহিত্যের গতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাখ্যায়ী।

৯। যৎয়ের চাব—শ্রীযুক্ত মধুনাথ বে।

১০। গো-পালন— ই ঐ ।

শৌক-সভা—(ক) ৮/হরগোপাল দাস কুড়, (খ) ৮/শরৎচন্দ্র চৌধুরী বি এ, (গ) ৮/ধান

বাহাদুর কসিম-উদ্দীন আহমদ বি এল এবং (ঘ) হরিমোহন বসু মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক-সভা আহুত হইয়াছিল।

আয়-ব্যয়—গত বর্ষের তহবিল ১০১৬/৩, বর্তমান বর্ষের আয় ২১১/০ মোট আয় ১২২৭/৩, বর্তমান বর্ষের ব্যয় ২১১/০। উদ্ধৃত ১০১৬/৩ টাকার মধ্যে অমিত্রাক্ষরী ব্যাংক ১০০০২ জমা দেওয়া আছে এবং ১৬/৩ সম্পাদকের হস্তে আছে।

গৌহাটি-শাখা—১৮শ বর্ষ, ১৩৩৩

সভাপতি—অধ্যাপক জীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

সম্পাদক— " জীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

অধিবেশন-সংখ্যা - ৩। গঠিত প্রবন্ধ, কবিতা এবং লেখকগণ—

- ১। রবীন্দ্রনাথের সহনশীলতা—জীযুক্ত তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ।
- ২। হিমালায় কুগোল— " সত্যভূষণ সেন।
- ৩। ব্রহ্মগোপীর সাধনা ও সিদ্ধি— " হরিশচীন গোস্বামী।
- ৪। চুরির উপভব (গল্প)— " সত্যভূষণ সেন।
- ৫। জাপানে শিকার ইতিহাস— " ভুবনমোহন সেন এম এ।
- ৬। বঙ্গ-সাহিত্যে আর্ট— " তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ।
- ৭। প্রাকলুটনের দক্ষিণ মেরু অভিযান— " সত্যভূষণ সেন।
- ৮। বৈজ্ঞানিক চুটকী— " সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।
- ৯। আর্থেম ব্রিটিশ ইতিহাসের কয়েকটি কথা— " ভুবনমোহন সেন এম এ।
- ১০। ভাস্করাচার্যের লীলাবতী— " তারকেশ্বর ভট্টাচার্য এম এ।
- ১১। বাংলা সাহিত্যের গতি ও পরিণতি— " তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ।
- ১২। বিজ্ঞানানন্দের স্বপ্ন— " সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।
- ১৩। কবিতা— " সত্যভূষণ সেন।
- ১৪। স্মৃতি (কবিতা)— " হরিশচীন গোস্বামী।

মেলিনীপুর-শাখা—১৪শ বর্ষ ১৩৩৪

সভাপতি—জীযুক্ত মনোবিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল।

সম্পাদক— " মলিনীনাথ দে।

পত্র-সংখ্যা ১৪৭, অধিবেশন-সংখ্যা ৫৩ (সাপ্তাহিক ২৭, মাসিক ৩, কার্যনির্বাহক-

সমিতি ৭, প্রবন্ধ-নির্বাচন-সমিতি ৭, নাট্য-সমিতি ৪, অভিযর্থনা-সমিতি ৩, বিশেষ সাধারণ
অধিবেশন ১ এবং অনুসন্ধান-সমিতি ১।। প্রোগ্রামের পুস্তক-সংখ্যা ১২৭০।

শাখার চতুর্দশ বর্ষের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়
সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

আয়-ব্যয়—আয় ২৬২৮/০, ব্যয় ২৪৩৮/২১।০।

নদীয়া-শাখা—১৩৩৪

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত নীননাথ সান্তাল বাহাদুর বি এ, এম বি।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল।

সদস্য-সংখ্যা—৩৪, অধিবেশন-সংখ্যা—৬, আয়—৪৭, এবং ব্যয় ৪৭।

পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। প্রাচীন ভারতে নাট্যকলায় উদ্ভব ও বিকাশ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভৌমিক।

২। সাহিত্যে বেঙ্গাচারিতা— ই ই ।

৩। রামায়ণ (আদিকাণ্ড)—রায় শ্রীযুক্ত নীননাথ সান্তাল বাহাদুর বি এ, এম বি।

৪। কর্তব্য-সমস্যা—শ্রীযুক্ত গিরীজনাথ মুখোপাধ্যায়।

এতদ্ব্যতীত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বি এ মহাশয়া সভাপতিত্ব করেন।

তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন এবং বাগিকাগণ শরৎ-বন্দনার গান শুদ্ধ আনুষ্ঠান করেন।

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের বিশেষভাবে উপলক্ষে অভিনন্দন দেওয়া হয়। তিনি
সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত কাজি নজরুন্ ইসলাম ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত
সরকার গান করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়
বাক-কৌতুক করেন।

এতদ্ব্যতীত ৬রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ করা হয়।

উত্তরপাড়া (হুগলী)-শাখা—বঙ্গাব্দ ১৩৩৪

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী।

সম্পাদক— " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সদস্য-সংখ্যা—৪০, পরিচালন-সমিতির সভ্য-সংখ্যা—১২।

অধিবেশন-সংখ্যা—পরিচালন-সমিতি—১০ এবং সাধারণ অধিবেশন—৪।

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। সমবায় ও গ্রামের উন্নতি—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্ল বি এফ-সি।

২। পূজা ও জন-সেবা— " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

এতব্যতীত বিজয়া দশমীতে সঙ্গীত-সন্মিলন হয় এবং ঐশ্বর্যমীতে ‘বাণী-বন্দনা’ কবিতা পাঠ এবং আবৃত্তি প্রকৃতি হয়।

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের আয়োজনে ‘হুগলী জেলা পাঠাগার-সন্মিলন’র দ্বিতীয় অধিবেশন উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐযুক্ত ভারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্লি মহাশয় অভিযর্থনা-সমিতির এবং মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সন্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। হুগলী জেলার ৪০টি পাঠাগার হইতে প্রতিনিধি এবং কলিকাতা হইতে রত্ন সাহিত্যিক এই সন্মিলনে যোগদান করেন। অধিবেশনে বহু প্রবন্ধ পাঠিত হয় ও বিশেষজ্ঞগণ বক্তৃতা করেন। এই সম্পর্কে একটি প্রদর্শনী হয়। তাহাতে বরোদা রাজকীয় পাঠাগার, বকৌয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চক্কননগর পুস্তকালয়, বাপবেড়ে পাঠাগার, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদর্শনের জন্য পুস্তকাদি ও লাইব্রেরী গঠন ও উন্নতি সম্পর্কীয় চিত্র ও পুস্তক আনিয়াছিল।

পুস্তক-সংখ্যা—বর্ষশেষে প্রায় ৩৫০০ পুস্তক পাঠাগারে রক্ষিত ছিল।

পরিষদ মন্দিরে ঠৈবহৃত্তিক আলোক সংযোজিত হইয়াছে।

আয়-ব্যয়—আয় ৪৪১৮৯, ব্যয় ৪১৭৮৩ উদ্ধৃতি ২৩৮৩।

এতব্যতীত উক্ত সন্মিলন সম্পর্কে ১২৫৬ বিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহা উক্ত কার্যেই ব্যয়িত হইয়াছে।